বাংলার প্রখ্যাত কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত
চাঁদের পাহাড় দ্বারা অনুপ্রাণিত

সর্বজনবিদিত বাংলার প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৩৭ সালে চাঁদের পাহাড় (Mountain of Moon) উপন্যাসটি লেখেন যা বাংলার শিশুসাহিত্যে অন্যতম মাইল ফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়। আফ্রিকার গহীন গভীর জঙ্গলে গ্রামের ছেলে শঙ্করের নির্ভীক অভিযানের উপর ভিত্তি করে এই উপন্যাস। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ - পূর্ববর্তী আফ্রিকার অনবদ্য বর্ণনা, অভিযানের রোমাঞ্চ এবং প্রধান চরিত্রের উদ্দীপনা আজও সমানভাবে বিশ্বজুড়ে পাঠককে আকর্ষণ করে।

এমন প্রতিভার পদাঙ্ক অনুসরণ করে, এই ধারাটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার এক বিনীত প্রচেষ্টা করেছি যা বিশেষ জরুরি বলেই আমার মনে হয়েছে। অভিশপ্ত অ্যামাজনের জঙ্গলে শঙ্কর যদি আবারও অভিযানে যায় তাহলে কী হতে পারে! ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা থাকলেও চেষ্টার ত্রুটি রাখিনি।

সব শেষে বলি, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অন্ধ ভক্ত হিসেবে, এই মহান কথাশিল্পীর উদ্দেশে অ্যামাজন অভিযান আমার শ্রদ্ধার্ঘ্য যিনি আমার মধ্যে নতুন করে এক শঙ্করের জন্ম দিয়েছেন।

কমলেশ্বর

কমলেশ্বর মুখার্জী
(অভিনেতা, লেখক, নির্দেশক)

লেখক: কমলেশ্বর মুখার্জী

Svf এন্টারটেনমেন্ট-এর একটি উদ্যোগ
Svf নির্মিত 'অ্যামাজন অভিযান' এখন সিনেমার পর্দায়।
নাম ভূমিকায় দেব, পরিচালনায় কমলেশ্বর মুখার্জী
BEE BOOKS প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ ২০১৭

বি বুকস ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং
হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন,
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

মূল কাহিনি কমলেশ্বর মুখার্জী
বাংলা রূপান্তর চুমকি চট্টোপাধ্যায়
প্রচ্ছদ অ্যানোনিমাস ডিজিটাল
অলংকরণ অর্ঘ্য দাস
চিত্রনাট্য অনিশা ব্রহ্ম
তথ্য সহায়তা অনির্বাণ ভট্টাচার্য, শ্রমনা ঘোষ, শ্রীকান্ত মোহতা, মহেন্দ্র সোনী,
অভিষেক দাগা, রবি শর্মা, রাজীব বিশ্বাস, অহনা কাঞ্জিলাল

E-mail query@beebooks.in
visit at www.beebooks.in

ISBN 978-93-80925-71-4

অ্যামাজনিয়া সম্পর্কে কিছু কথা

দক্ষিণ আমেরিকার অ্যামাজন বেসিন জুড়ে রয়েছে গ্রীষ্মপ্রধান ঘন জঙ্গল যা অ্যামাজন রেনফরেস্ট নামে খ্যাত। এর আর এক নাম অ্যামাজনিয়া। জঙ্গলের বেশি অংশ আছে ব্রাজিলে। এরপর পেরু, কলম্বিয়া আর সামান্য কিছু অংশ আছে ভেনেজুয়েলা, ইকুয়েডর, বলিভিয়া, গুয়ানা, সুরিনাম এবং ফ্রেঞ্চ গুয়ানা তে। পৃথিবীর সমস্ত রেনফরেস্ট এর অর্ধেক এই জঙ্গলে ১৬০০০ বিভিন্ন প্রজাতির প্রায় ৩৯০ লক্ষ কোটি গাছ আছে। ২ কোটি ৫০ লক্ষ্যের কাছাকাছি কীট পতঙ্গ এবং প্রায় ২০০০ বিভিন্ন প্রজাতির স্তন্যপায়ী ও পাখির বাস।

চাঁদের পাহাড় যারা পড়েছেন এবং দেখেছেন সেই সমস্ত পাঠক এবং দর্শকদের অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। চাঁদের পাহাড় ছবিটির প্রতি আপনাদের ভালোবাসাই আমাদের আত্মবিশ্বাস আর সাহস যুগিয়েছে অ্যামাজন অভিযান-এর প্রস্তুতি নিতে।

এই ছবিটি আমার জীবনের অন্যতম সেরা অভিজ্ঞতা যেখানে শুটিং করতে গিয়ে মুখোমুখি হয়েছি অ্যামাজনের গভীর জঙ্গলের আনাচে কানাচে লুকিয়ে থাকা নানা মোচড়ের। যদি বলি, এই ছবিটা আমার ফিল্ম জীবনের সব থেকে বেশি পরিশ্রমসাধ্য, কঠিন কাজ, তাহলে কিন্তু একটুও মিথ্যে বলা হবে না। আমরা পাঠক এবং দর্শকদের যেভাবে বই বা ছবিটি উপহার দিতে চেয়েছি সেটা সঠিক পদ্ধতিতে করতে গেলে এই প্রচেস্টা এবং দক্ষতার প্রয়োজন ছিল।

ব্রাজিলের বুকে তৈরি অ্যামাজন অভিযান বাংলায় নিয়ে আসা হল আপনাদের হৃদয় জয় করে নিতে।

Best Wishes
from
Dev

দেব
(অভিনেতা)

সিনেমা সম্পর্কিত কিছু কথা

সিনেমা শুরু হচ্ছে ১৯১৩ সালের পটভূমিতে। অ্যামাজনে উইচ অফ এন্ডর নামক জাহাজডুবিতে এক দল গারিম্পো বা সোনা-চোরের সলিল সমাধি হয়। জাহাজের সঙ্গে রিও সলিমোয়েস নদীতে ডুবে যায় বোতলবন্দী এল ডোরাডোর সাংকেতিক ম্যাপ যা রাখা ছিল জাহাজের ভেতর কোন একটা ভল্টে। জাহাজডুবিতে একমাত্র বেঁচে যায় এক ইটালীয় অভিযাত্রী, মার্কো ফ্লোরিয়ান, যে কিনা অর্ধেক ম্যাপের মালিক। স্রোতের টানে মিরাটিংগার পাড়ে ভেসে আসে মার্কো যেখানে ওঁকে চিতা আক্রমণ করে। কিন্তু এবারও বেঁচে যায় মার্কো। অ্যামাজনের পৌরাণিক মহিলা যোদ্ধা, যারা 'ভার্জিনস অফ দ্য সান' নামে খ্যাত, উদ্ধার করে মার্কোকে।

দু বছর পর মার্কো ফ্লোরিয়ানের মেয়ে অ্যানা, যে নিজে একজন নৃতত্ত্ববিদ, বাঙালি অভিযাত্রী শঙ্করের কাছে অভিযানের প্রস্তাব নিয়ে যায়। এবারের অভিযান হবে অ্যামাজনের গভীরে রহস্যময় ইয়ানোমামি মানুষদের সঙ্গে সাক্ষাৎ আর এল ডোরাডোর লুকোনো শহর আবিষ্কার করতে। আফ্রিকার রিখটার ভেল্টে আবিষ্কারের স্বাদ পাওয়া শঙ্কর সানন্দে রাজি হয়ে যায় অ্যানার প্রস্তাবে।

এখান থেকেই শুরু হয় এক মনোমুগ্ধকর কিন্তু লম্বা এবং শ্রমসাধ্য যাত্রা। এই রহস্যে মোড়া শহরে পৌঁছতে ওদের পাড়ি দিতে হয় হাজার হাজার মাইল, মুখোমুখি হতে হয় প্রাকৃতিক বাধার, সঙ্গে হিংস্র পশু, বন্য উপজাতি, ঈর্ষান্বিত সোনা-চোরের দলের। শক্ত হাতে লড়াই করে শঙ্কর এই নতুন অভিযানে সাফল্য পায়। এই যাত্রাপথে সমস্ত বাধা এবং বিপদের বিপক্ষে একা হাতে লড়াই করেছে শঙ্কর, সে জলে ভয়ঙ্কর কালো কুমিরই হোক কিম্বা ভয়াল অ্যানাকন্ডা।

দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর প্রান্তে অবস্থিত পৃথিবীর বৃহত্তম ঘণবর্ষণ বনাঞ্চল যাকে আমরা রেনফরেস্ট বলে জানি—অ্যামাজনিয়া, ১৯১৪।
এই রেনফরেস্ট ঘিরে রেখেছে পৃথিবীর শক্তিশালী নদী অ্যামাজন কে।
অসংখ্য গাছপালা, প্রানিকুল এবং সামুদ্রিক জীবের আস্তানা এই অ্যামাজন।
হঠাৎই কিছু দূর থেকে চিতাবাঘের মিলিত গর্জন শোনা গেল—
গর্ র্ র্
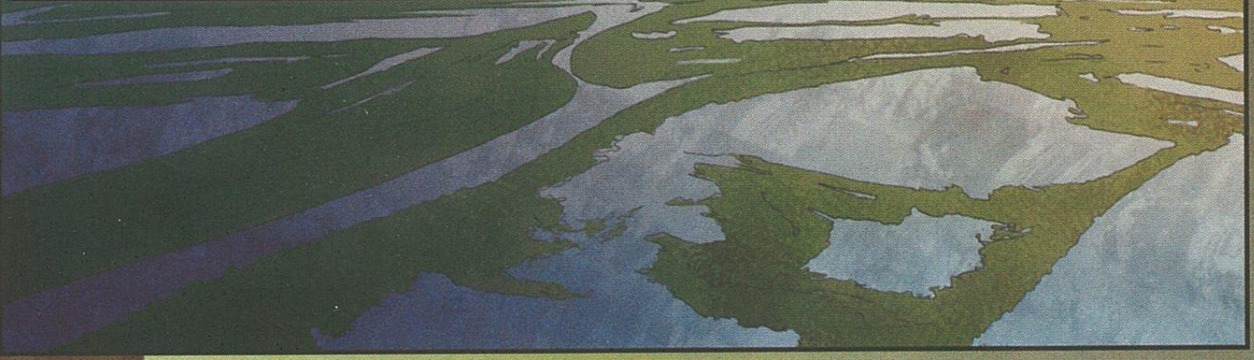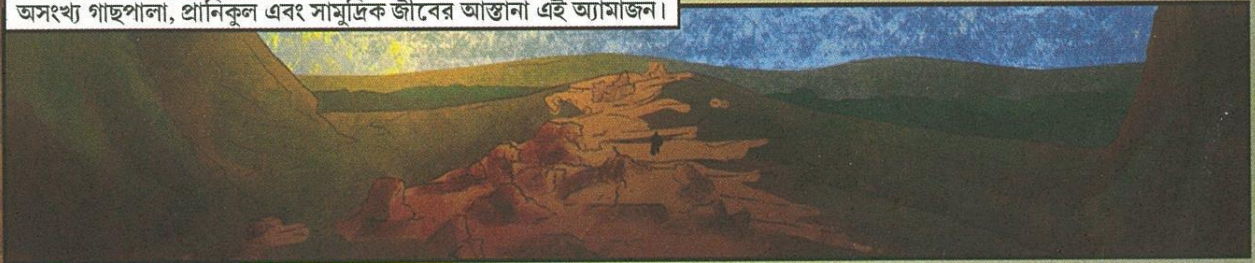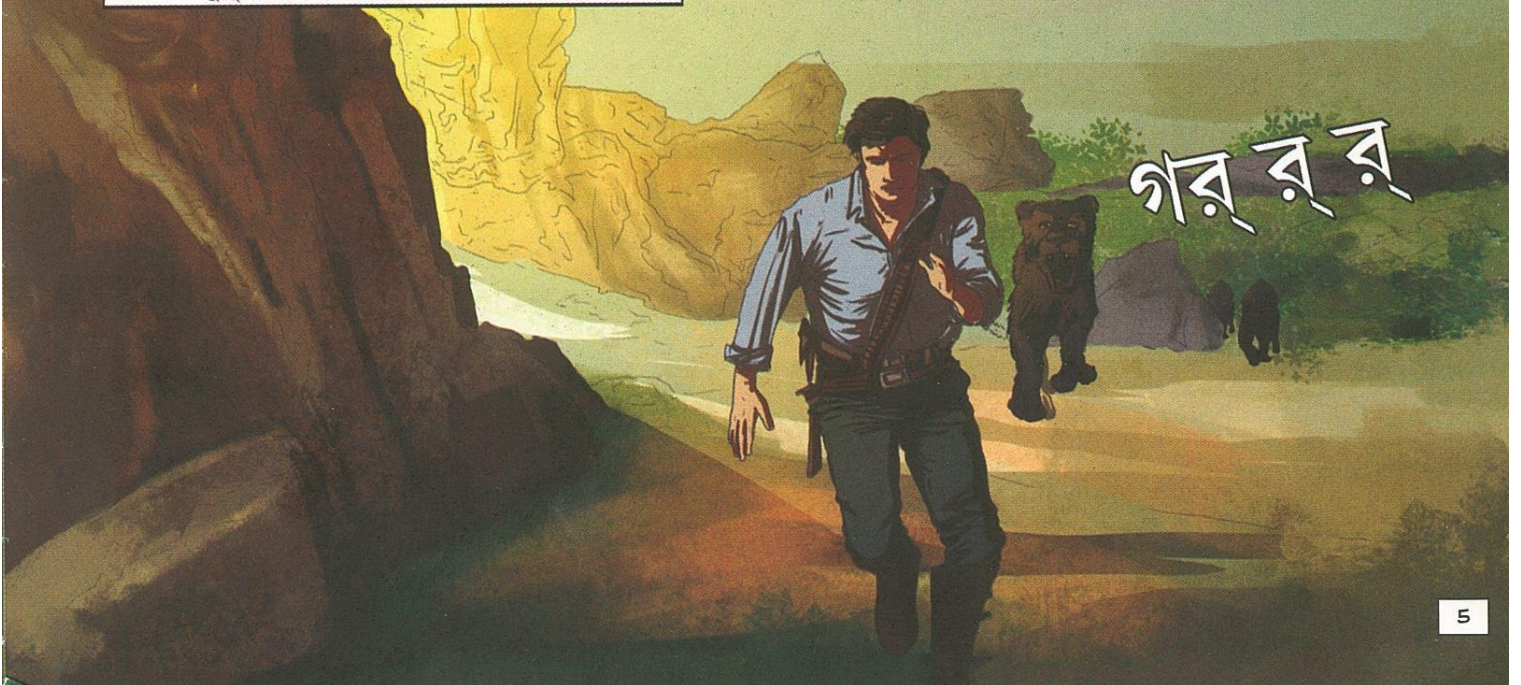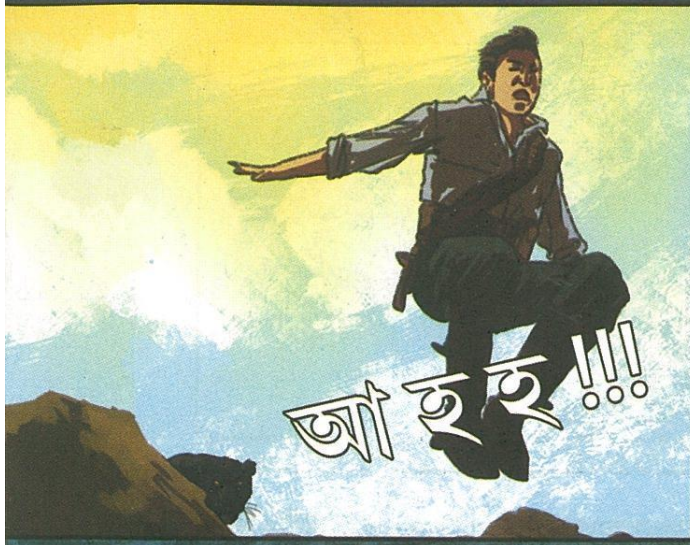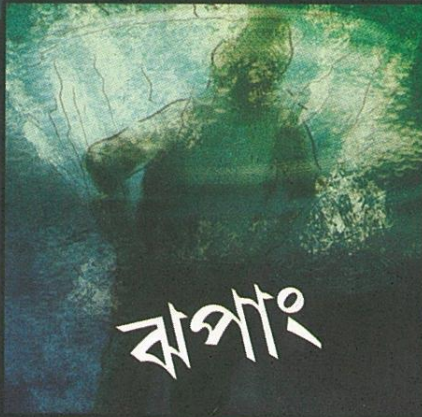
আ হ্হ্ !!!
অ্যামাজনের জলে কিলবিল করছে ভয়ংকর হিংস্র কালো কুমির...
ঝপাং
হঠাৎ...
শংকর ছুরি বের করে...
এবং মেরে ফেলে কুমিরটাকে...
কেউটিয়া, বাংলা, ১৯১৪। এক নির্জন, শান্ত দুপুরে শংকর স্বপ্ন ভেঙে জেগে ওঠে।
ওর নামে টেলিগ্রাম এসেছে। সই করে নেয় শংকর।
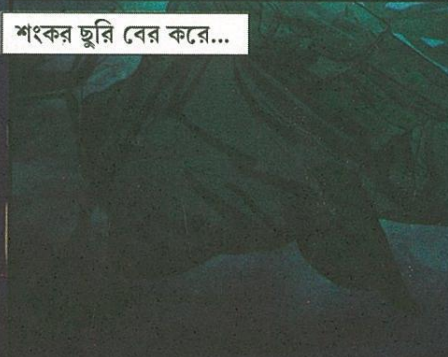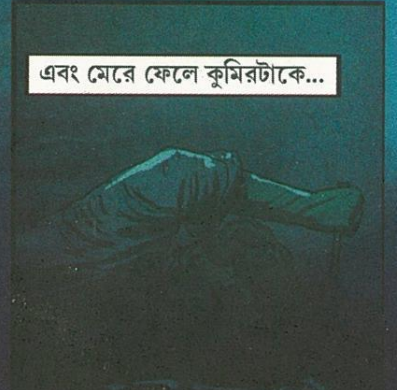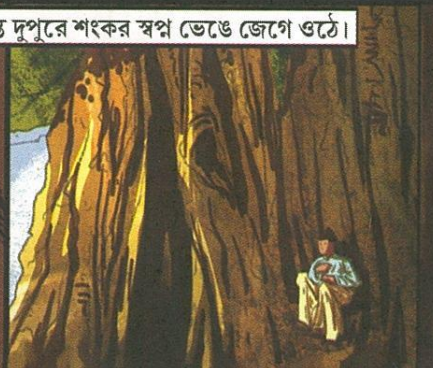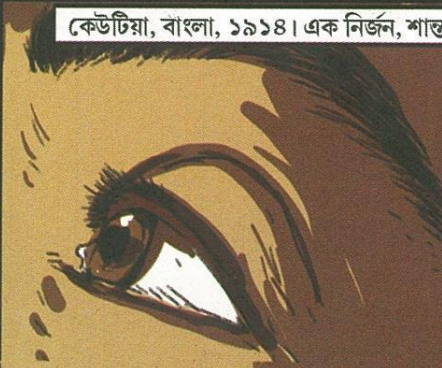
অ্যানা ফ্লোরিয়ান নামক এক ইটালীয় ভদ্রমহিলার কাছ থেকে চিঠিটা এসেছে।
EGRAM
EAGER TO MEET YOU REF BY FITZGERALD
ANNA FLORIAN,
ITALIAN MAIDEN
দক্ষিণ রোডেসিয়ান মিউজিয়াম-এর অধ্যক্ষ ফিট্‌সজেরান্ডের কাছে আমার ব্যাপারে জেনেছেন অ্যানা।
ওহ, আমি ভাবলাম বুঝি তোমার যুদ্ধে যাবার ডাক পড়ল। তা, কি লিখেছেন তিনি?
উনি আমার সঙ্গে দেখা করতে চান। এর বেশি আর কিছু লেখেননি।
হুম অ্যাডভেঞ্চারের গন্ধ পাচ্ছি, রোম যেতে হতে পারে।
শংকর, আমি চাইনা তুই ওই টেলিগ্রামের জবাব দিস। এই গ্রামে কোনো বিদেশিনীর সঙ্গে দেখা করা চলবে না!
ইতিমধ্যে দিয়ে দিয়েছি।
আমি চাইনা আবার তুই পৃথিবী জুড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াস। এই গ্রামের তোকে প্রয়োজন।
কিন্তু আমি তো টেলিগ্রামের জবাব দিয়ে দিয়েছি, মা।
কয়েকদিন পরে, কেউটিয়া গ্রামে এসে উপস্থিত হলেন অ্যানা ফ্লোরিয়ান...
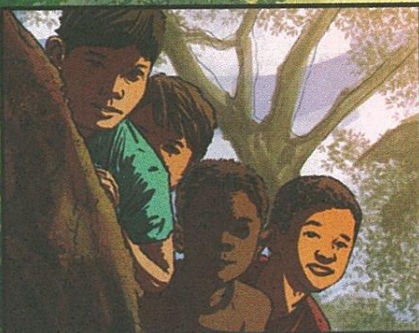
আমি অ্যানা... অ্যানা ফ্লোরিয়ান।
শংকর চৌধুরি। কেউটিয়াতে আপনাকে দেখে খুব ভালো লাগছে।
আমি একজন নৃতত্ত্ববিদ। আদিবাসী লোকজনের ওপর কাজ করতে পছন্দ করি। সারা পৃথিবী জুড়ে এদের ওপর কাজ করেছি। কঙ্গোলেস আফ্রিকা, মেসোআমেরিকা, ইন্ডিয়া এবং আরও অনেক...
ইন্ডিয়ার খাসি, হাউর, নাগা, মুন্ডা আর টোটোদের ব্যাপারে পড়াশোনা করেছি।
বাহ, অসাধারণ। মানবজাতি সম্বন্ধে জানতে আমারও খুব ভালো লাগে।
কিন্তু আমি এখানে এসেছি সম্পূর্ণ অন্য কারণে...
সেই কারণটা কী?
গ্রামের পথে ঘুরতে ঘুরতে অ্যানা শংকরের সঙ্গে তার দেখা করার কারণ জানায়।
ইটালির সার্ডেনিয়া দ্বীপের বাসিন্দা আমরা। বারো বছর আগে কাজের জন্যে বাবা আমাকে নিয়ে সাও পাওলোতে চলে আসেন। মা থেকে যান সার্ডেনিয়াতে।
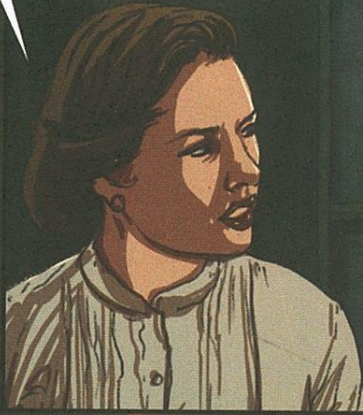
কেন? কি হয়েছে?
আমার বাবা, মার্কো ফ্লোরিয়ান পেশায় পিয়ানোবাদক ছিলেন। কিন্তু গত দু' বছরে আমাদের জীবন সম্পূর্ণ বদলে গেছে।
আমার বাবার চিরকালের স্বপ্ন ছিল অনুসন্ধানকারী হবার। বছর দুয়েক আগে পিয়ানো বাজাবার কাজ ছেড়ে অ্যামাজন অভিযানে বেরিয়ে পড়েন। অ্যামাজনের উজান বেয়ে ওপরে ওঠার চেষ্টা করতে থাকেন।
সোনার শহর 'সিটি অফ গোল্ড' বলে যা খ্যাত সেই সিটি অফ মানোয়া এল ডোরাডোর অনুসন্ধান করতে থাকেন।
অ্যামাজন যিনি প্রথম খুঁজে বের করে, সেই ফ্রান্সিস্কো ডি ওরেল্লানার একজন অনামী সহ-অনুসন্ধানকারী ছিল যার কাছে এল ডোরাডোর মানচিত্রের একটা অংশ ছিল। মার্কো ফ্লোরিয়ান কোনভাবে সেটা পেয়ে যান।
অ্যামাজন অভিযাত্রীদের জাহাজ সামুদ্রিক ঝড়ের কবলে পড়ে বিদ্ধস্ত হয়ে যায়। একমাত্র মার্কো ফ্লোরিয়ান বেঁচে যান। কিন্তু হারিয়ে যায় সেই মানচিত্রের টুকরো কাগজ।
জাহাজের যা হাল হয়েছিল তাতে আমার বাবার বেঁচে থাকার কথাই নয়, কিন্তু ওনাকে বাঁচায় অ্যামাজনের মহিলা যোদ্ধারা, যাদের বলা হয় 'ভার্জিনস অফ দ্য সান'।

আপনার বাবার অভিযান কাহিনি তো রূপকথার মতো।
একেবারে। মুরা উপজাতির লোকেরা বাবাকে জঙ্গলের মধ্যে থেকে উদ্ধার করে। সেবা শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তুলে শহরে ফিরিয়ে দিয়ে যায়।
এরপর বাবা মদ্যপানে আসক্ত হয়ে পড়েন। দেখে মনে হয় যেন একজন হেরে যাওয়া মানুষ।
পরাজিত মানুষ তখনই বলা যায় যখন কেউ কিছু করার চেষ্টাই করে না। কিন্তু উনি তো চেষ্টা করেছেন।
এতটা পথ পেরিয়ে শুধুমাত্র এটাই আমাকে বলতে এসেছেন?
আমার বাবা বিশ্বাস করেন এল ডোরাডো আছে, যেমনটা বিশ্বাস করে অ্যামাজনিয়ার উপজাতি জনগোষ্ঠী। আমিও বিশ্বাস করি। কিন্তু এভাবে সারাক্ষণ যদি এল ডোরাডোর চিন্তা বাবাকে আচ্ছন্ন করে রাখে, তাহলে বেশিদিন আর উনি বাঁচবেন না!
অত দূর থেকে এসেছি তোমার সাহায্য চাইতে।
আমার সাহায্য? কী ভাবে আমি আপনাকে সাহায্য করব?

তুমি কি এল ডোরাডো দেখতে আগ্রহী নও?
এল ডেরাডো দেখতে পেলে আমার খুবই ভালো লাগবে। তাছাড়া...
আফ্রিকা অসাধারণ দেশ অ্যানা, অ্যামাজনিয়া এই গ্রহের এক গভীর অন্ধকূপ।
তা, কবে যাত্রা শুরু করবেন বলে ঠিক করেছেন?
তোমার আফ্রিকা সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে।
ফিট্সজেরাল্ড তোমার খুবই প্রশংসা করছিলেন।
মায়ের বারণ সত্ত্বেও...
শংকর ব্যাগ গুছিয়ে নিলো, বাইনাকুলার পরীক্ষা করে দেখে নিলো...
বন্দুক ঠিক আছে কিনা দেখে নিলো এবং...
পরবর্তী অভিযানের জন্য তৈরি হল...
সকলের আশীর্বাদ নিয়ে কেউটিয়া ছেড়ে অ্যামাজনিয়া অভিযানে রওনা হল শংকর।
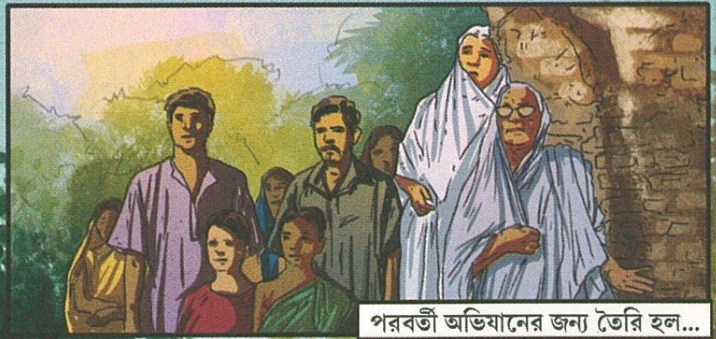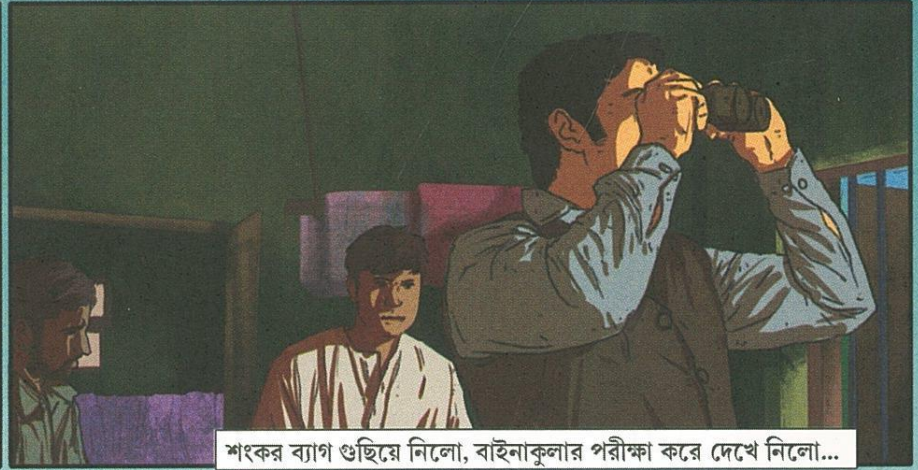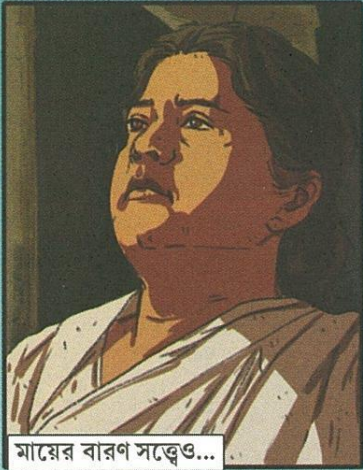
অ্যাটলান্টিক মহাসাগরের ধারে ব্রাজিলের পূর্ব তট ঘেঁষে স্যান্টোস বন্দর।
অ্যানা আর শংকরকে নিয়ে 'ফরচুনা' জাহাজ এসে ভিড়ল স্যান্টোস বন্দরে। কারলিটো বেনিটেজ ওদের অভ্যর্থনা জানাল।
FORTUNA
আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালো লাগছে কারলিটো।
স্যান্টোসে ফিরে আসার জন্য স্বাগত জানাই অ্যানা।
ধন্যবাদ। ইনি আমার বন্ধু শংকর চৌধুরী। ভারতবর্ষে থাকেন।
বাড়ি যাওয়া যাক। বাবা নিশ্চয়ই আমাদের জন্য অপেক্ষা করছেন।
মার্কো বাড়ি নেই। কাল রাত্তিরে ফেরেননি।
ওহ তাহলে নিশ্চয়ই নাট্যশালায় (অপেরা হাউস) আছেন।
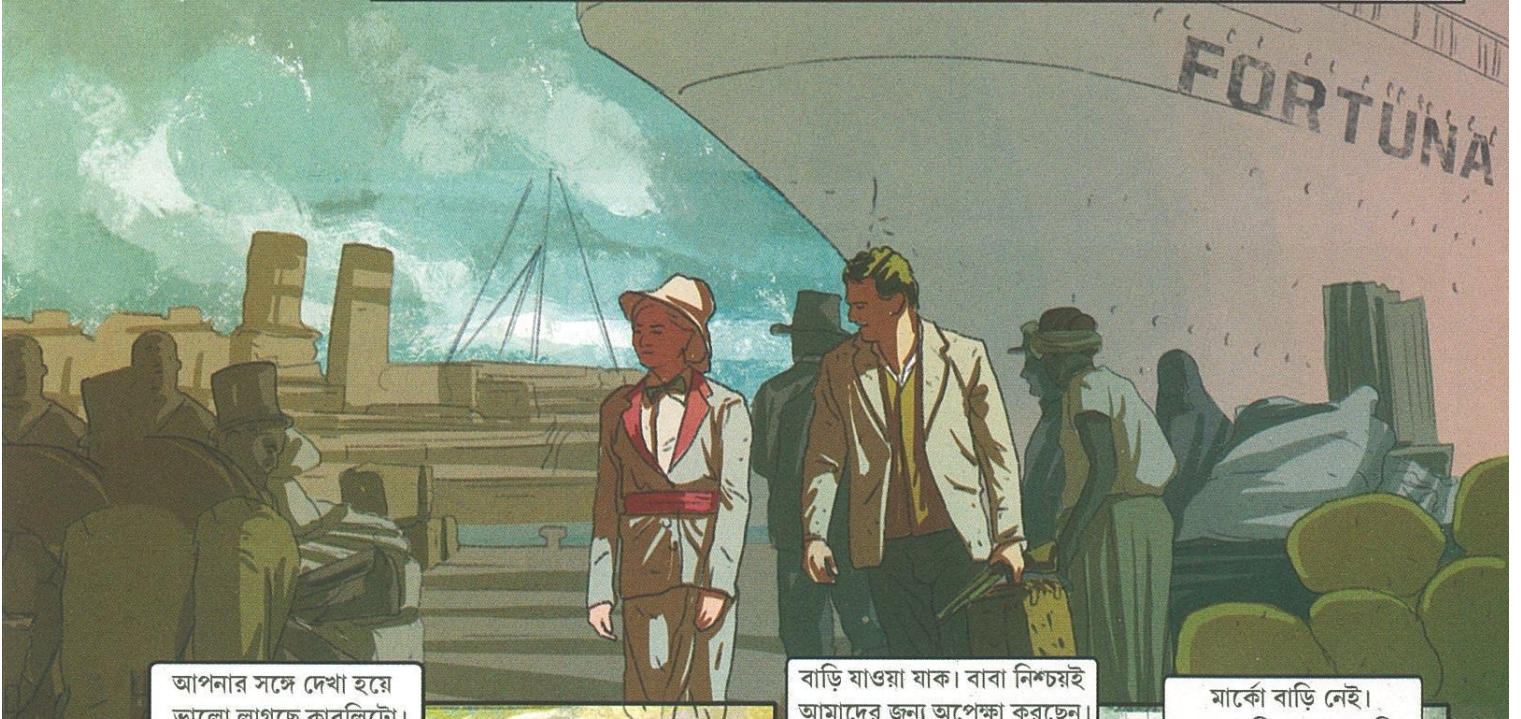
নাট্যশালায়...
কে ওখানে?
আপনার মেয়ে মার্কো, ভারতবর্ষ থেকে ফিরে এসেছে।
বাবা!
ওহ আমি তোর জন্য উদ্‌গ্রীব ছিলাম আমার সোনা। তোর তো দেখছি হাড়ের ওপর চামড়া জড়ানো অবস্থা হয়েছে!
দেখো কে এসেছে আমাদের অভিযানে সাহায্য করতে।
কে?
শংকর চৌধুরী
ইনিই সেই বাঙালি ভদ্রলোক যার কথা ফিট্‌সজেরাল্ড হামেশাই বলতেন। শংকর— আফ্রিকা অনুসন্ধানকারী। লক্ষ্যে পৌঁছতে এশিয়াবাসী শংকর আমাদের সাহায্য করবেন।
না!
বাবা, আমার কথা শোনো!
ওনার কথায় বিচলিত হবেন না। উনি সঠিক পথে এসে যাবেন।
আমি একটুও বিচলিত নই।
তুই কি পাগল হয়ে গেছিস? ওই ঘন রেনফরেস্টে এক বাঙালি ছোকরা কি সাহায্য করবে? সম্পদের অপচয় ছাড়া আর কিছুই হবে না!

বেশ কিছুদিন ধরে অঝোরে বৃষ্টি হয়ে চলেছে স্যান্টোসে। অ্যানা আর শংকর বেরোতে পারছেনা কোথাও। বাড়ি বসেই আসন্ন অভিযান নিয়ে আলোচনা করছে। এদিকে মার্কো পিয়ানো বাজিয়েই চলেছে।
বেশ কিছুদিন তুমুল বৃষ্টির পর মেঘ সরে সূর্যের দেখা মিলল...
মার্কো ফ্লোরিয়ান নিতান্তই খুশি।
অবশেষে রৌদ্রকরোজ্জ্বল দিনের দেখা মিলল ! শিগগির কারলিটো কে চিঠি লেখ অ্যানা, যাত্রা শুরুর প্রস্তুতি নিতে হবে।
বেলেম দো পারা থেকে নুনেজ-এর তৈরি জাহাজ বেরিয়ে পড়েছে মানাউস-এর উদ্দেশ্যে। অ্যালয়সিও নুনেজের সঙ্গে আমাদের দেখা হবে মানাউসে।
চমৎকার !
তারপর...ওরা বেরিয়ে পড়ে অ্যামাজন অভিযানে !
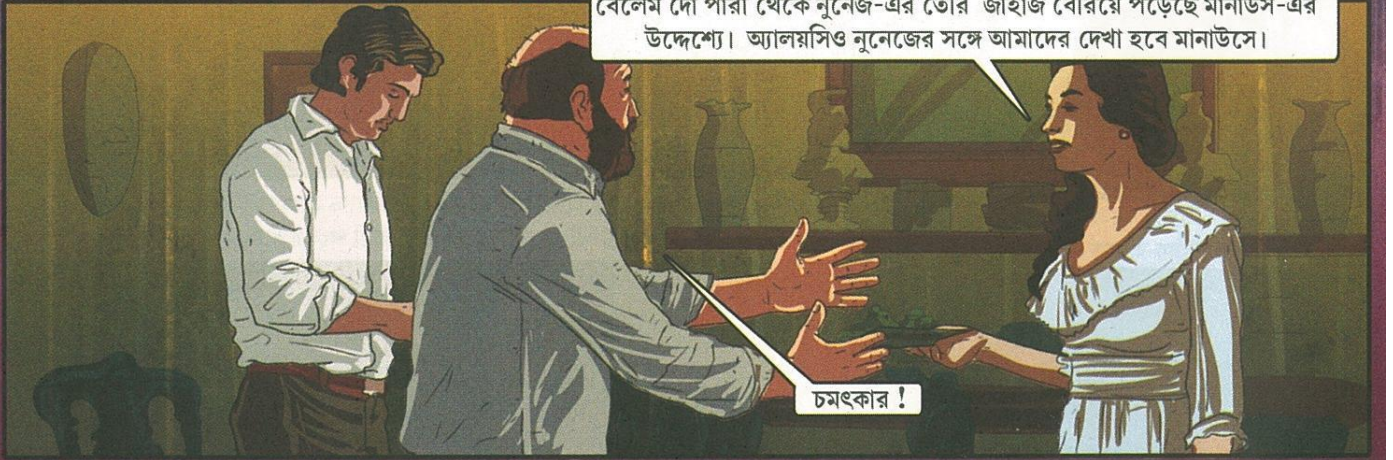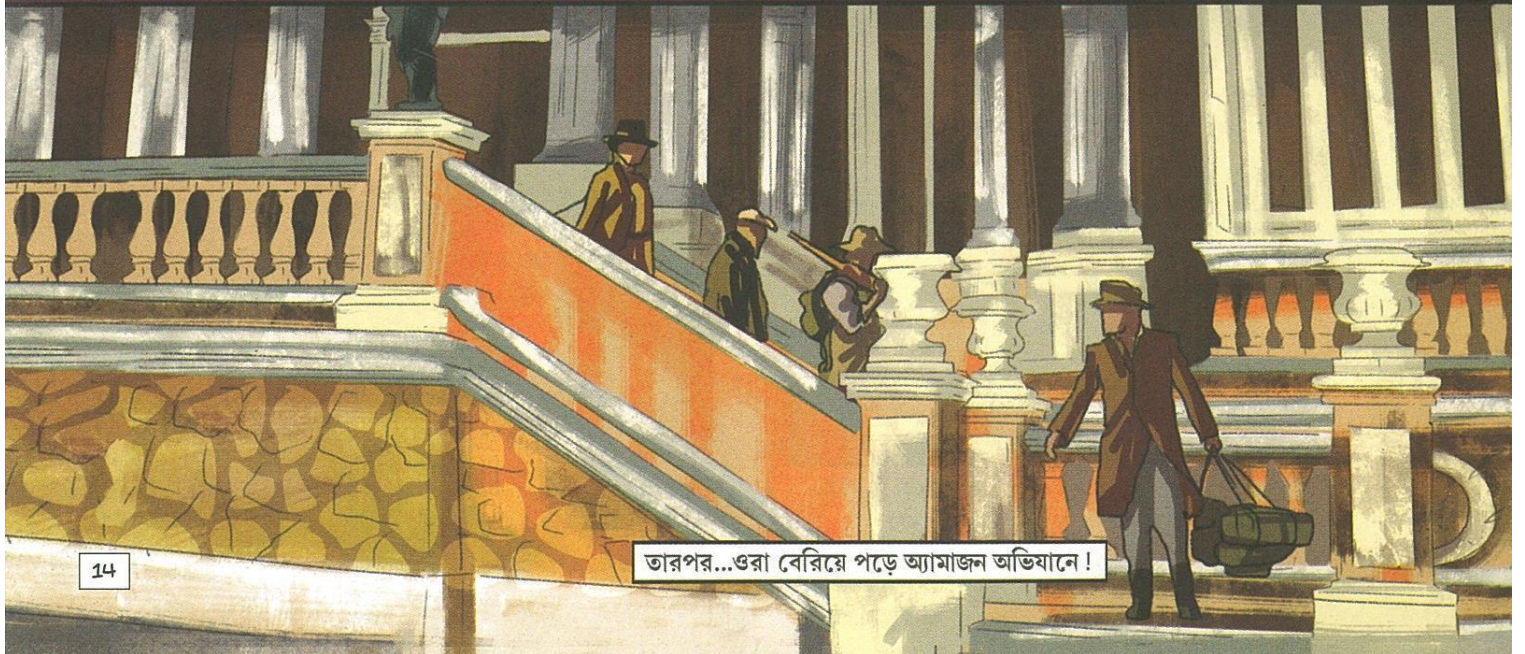
স্যান্টোস বন্দর থেকে মার্কো, অ্যানা আর শংকরের যাত্রা শুরু হল। সেরা ডো মার-এর রেলের লাইন ধরে সাও পাওলো শহরের দিকে।
শংকর স্বপ্নেও ভাবেনি জীবনে কোনদিন ব্রাজিলের পুব দিক থেকে পশ্চিমে ভ্রমণ করতে পারবে।
সাও পাওলো স্টেশন থেকে ওরা আলারিকো আকস্টার খামার বাড়িতে গেল অভিযানের জন্য ঘোড়া নিতে।
কতদিন পর দেখা হলো বন্ধু, ভালো লাগছে।
এটা সাও পাওলো, অ্যামিগো। এই জায়গাটা বৈভবের জন্য বিখ্যাত।
মনে রেখো, আমরা হচ্ছি 'পুলিস্তাস' আর তোমরা 'পুলিস্তানোস'।
ওরা গ্রাম আর শহরের ভাগাভাগি বোঝাচ্ছে।
আচ্ছা।

আলারিকো
আকস্টার খামার
এবার বলো তোমরা এখানে কেন এসেছ?
আমদের তিন খানা ব্রাজিলিয়ান ঘোড়া লাগবে, সেরা তিনটে।
ঘোড়া সংগ্রহ করে অ্যানা, মার্কো আর শংকর বন্ধু কার্লিটো কে বিদায় জানালো।
গুড বাই বন্ধুরা !
আমরা পর্তুগিজরা কখনো গুড বাই বলিনা। আমরা বলি, শিগগির দেখা হবে।
ব্রাজিলের মাতো গ্রসো মালভূমি পার করে ঘোড়ায় চড়ে চলেছে মার্কো, অ্যানা আর শংকর।

ওরা যাচ্ছে...
তৃতীয় দিন
দীর্ঘ পথ পার হয়ে ওরা তৃষ্ণার্ত...
জল খাবার জন্য একটু থামল
দশম দিন

মাতো গ্রসোর মধ্যে দিয়ে বয়ে গেছে তিয়েতে নদী
বাবা এখনো তোমার ওপর বিরক্ত হয়ে আছে...
বেচারা বাঙালি ছেলে...
এই খাদটা লাফিয়ে পেরোতে হবে
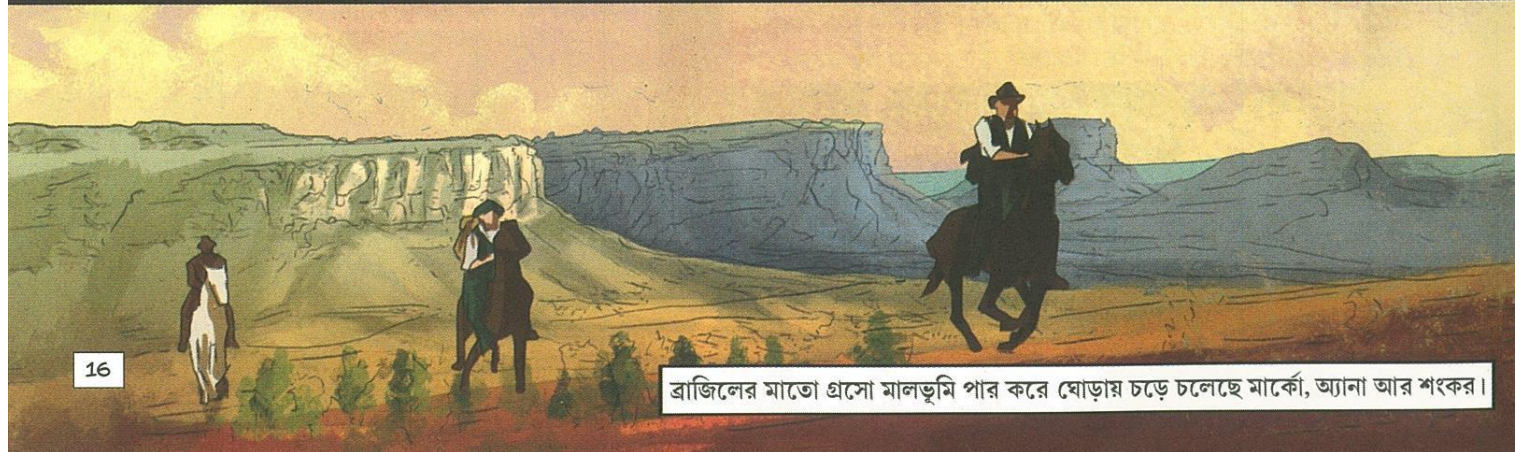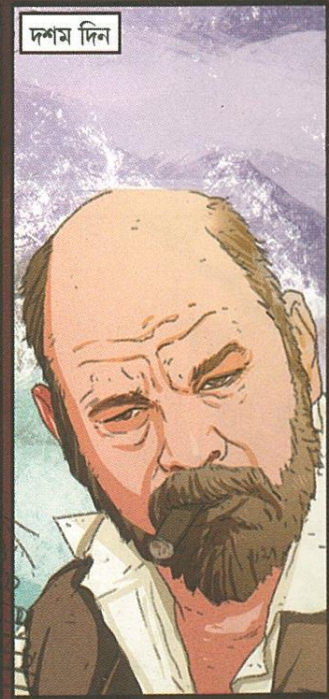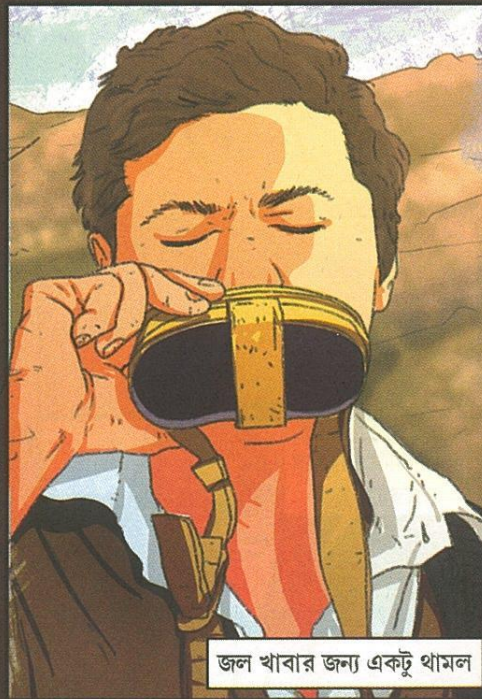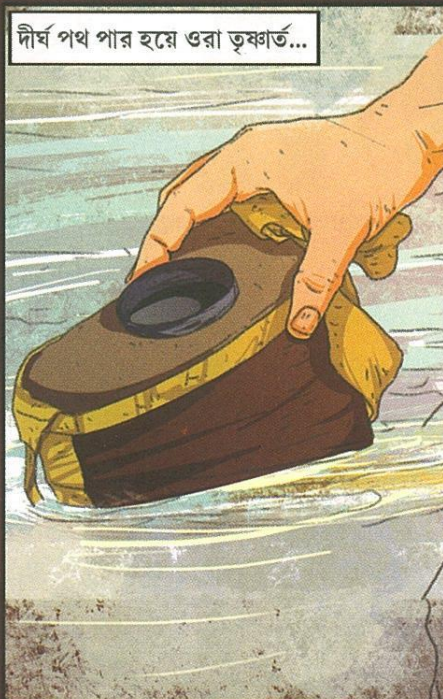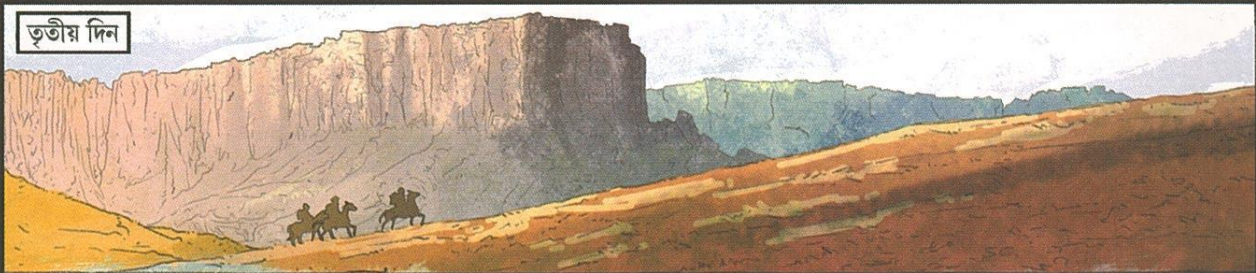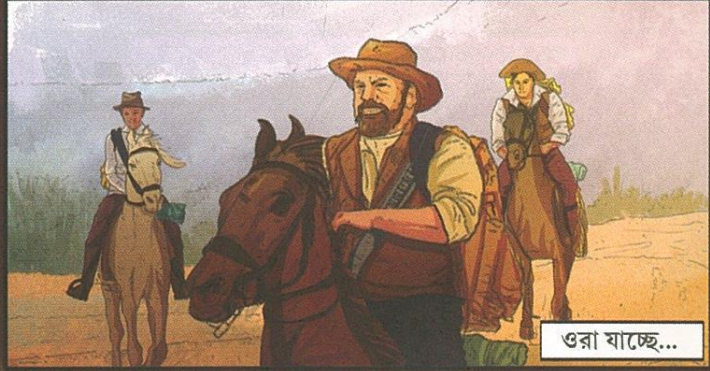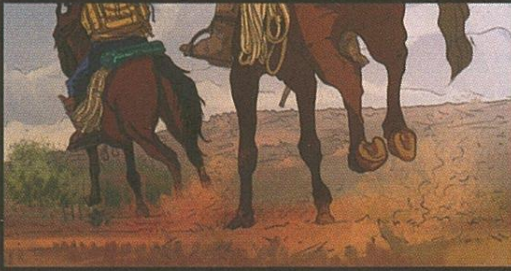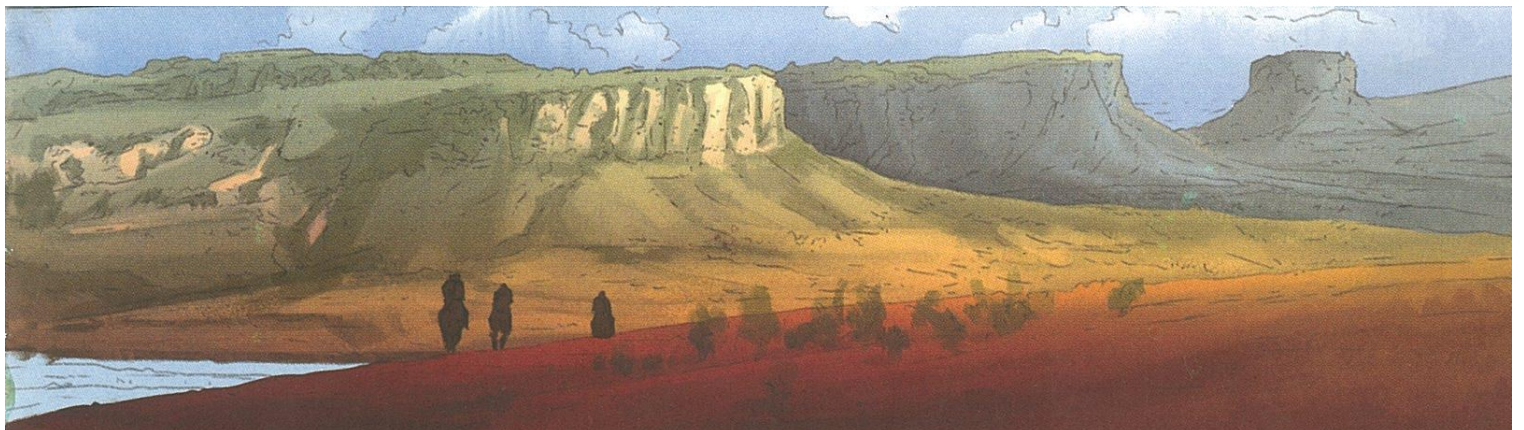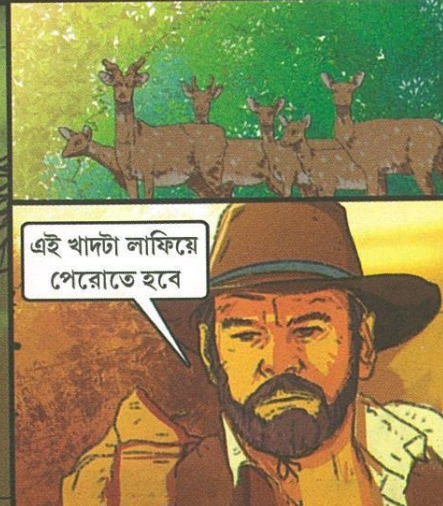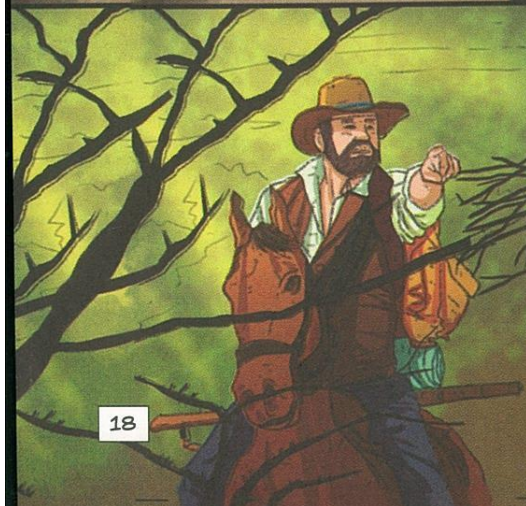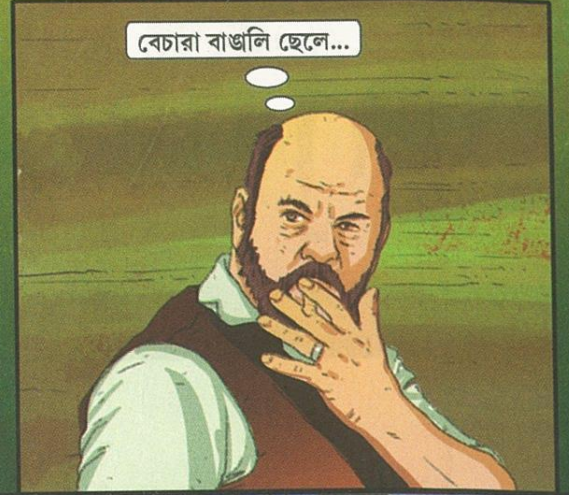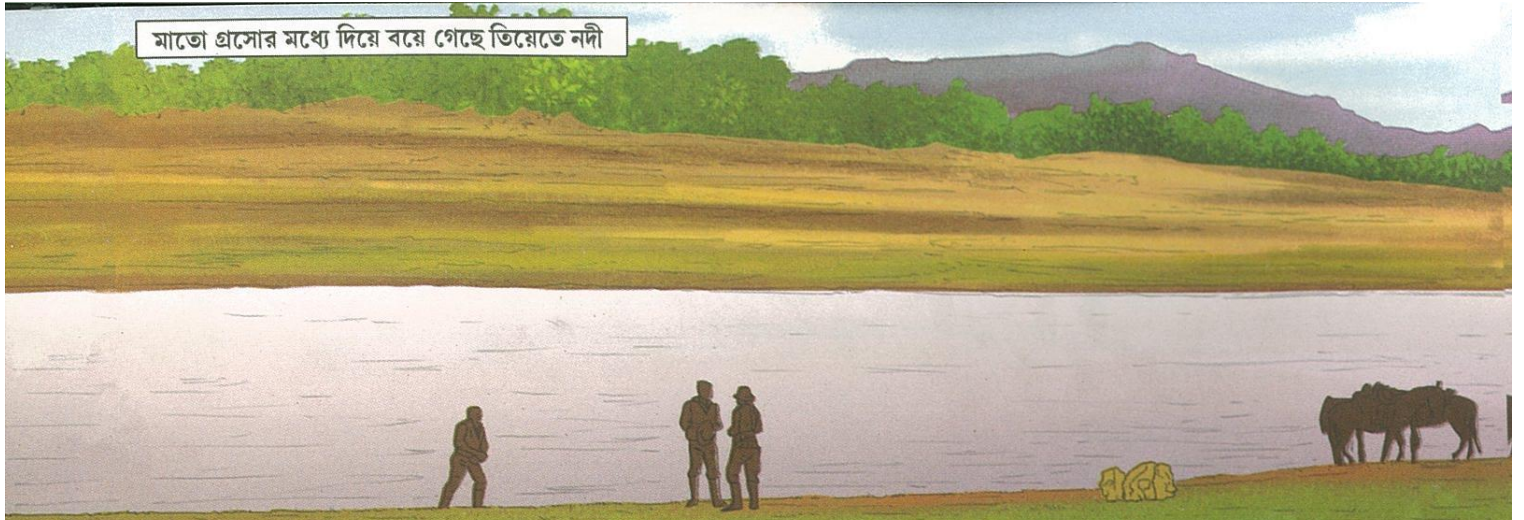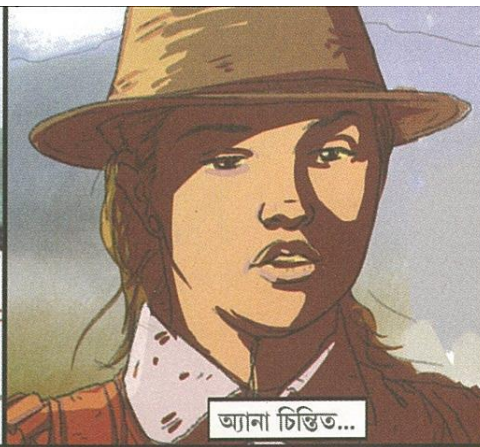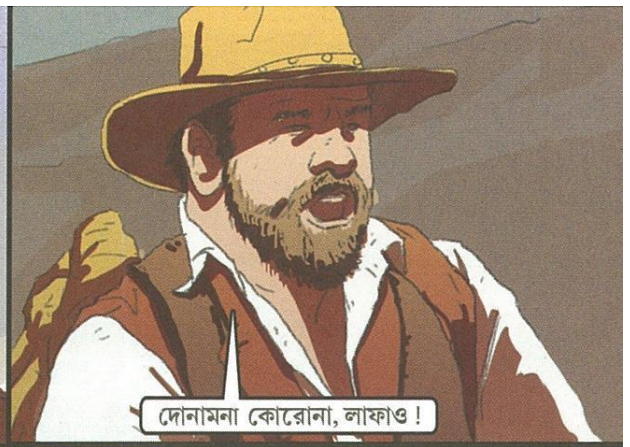
শংকর ওদের দিকে তাকাল।
অ্যানা চিন্তিত...
দোনামনা কোরোনা, লাফাও !
লাফিয়ে পার হবার পর তিন ঘোড়সওয়ার সেরাডো (ব্রাজিলের চির সবুজ বনাঞ্চল) ভেদ করে এগিয়ে যেতে লাগল।
অবশেষে ওরা গুহার রাজ্য কুইয়াবা ভারেজা গ্রান্ডে-তে পৌঁছল।
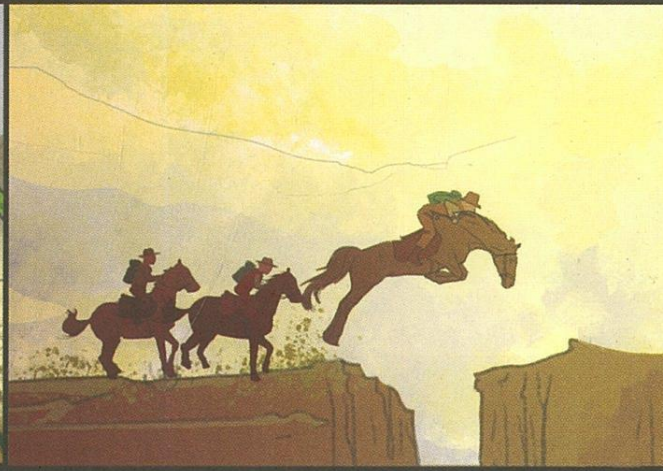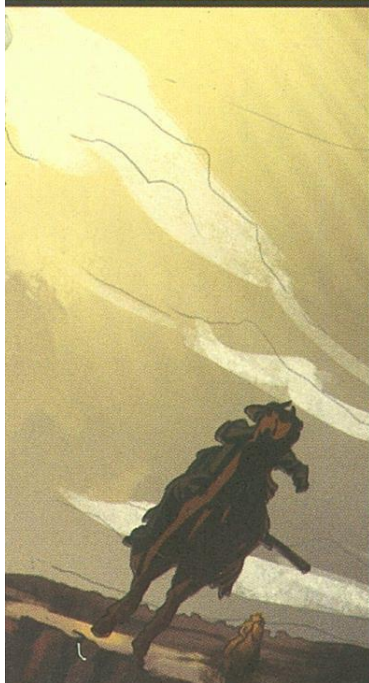
দীর্ঘ সময় ধরে চলার পর ওরা ঠিক করল রাতে ক্যাম্প করে থাকবে...
এই গুহাটার নাম 'ফ্রেঞ্চম্যান কেভ', বোরোরো উপজাতির লোকেরা এটাকে 'ভূতের আস্তানা' বলে।
ডেভিড রাম্পস-এর সংগ্রহ থেকে নেওয়া ইমানুয়েল বোয়েন-এর করা সেই ম্যাপ।
দারুণ!
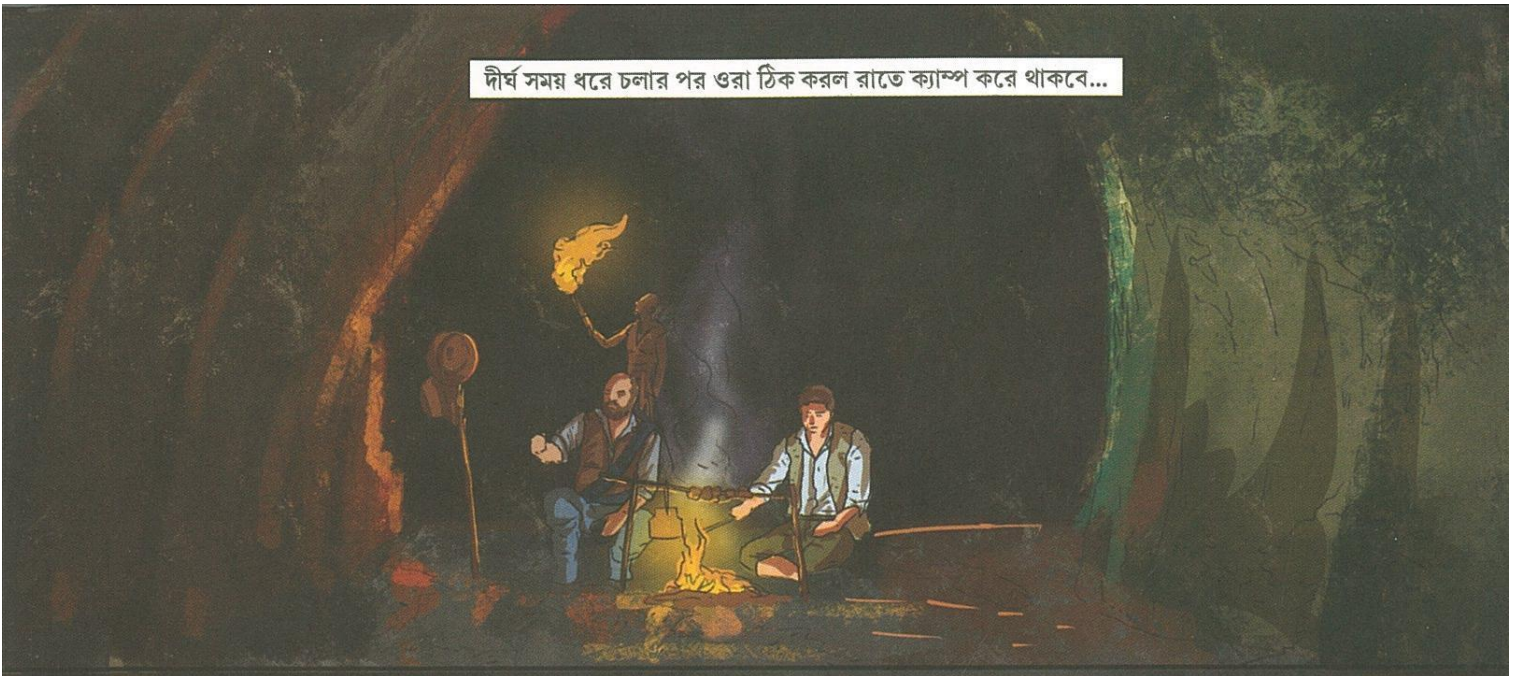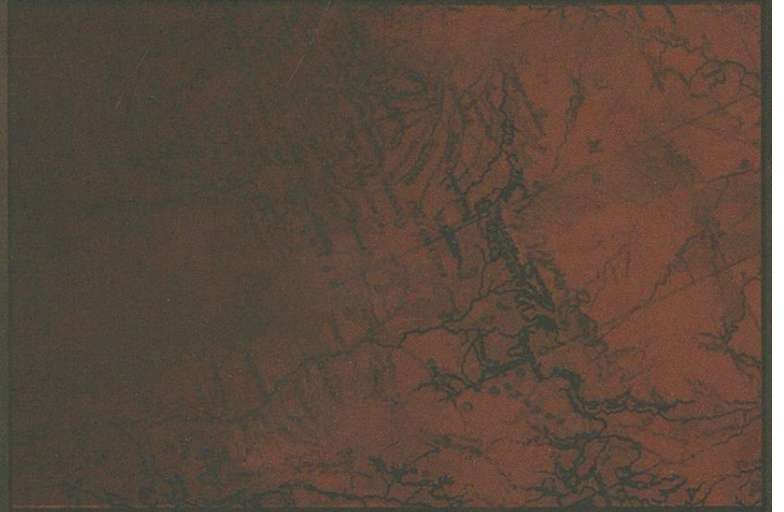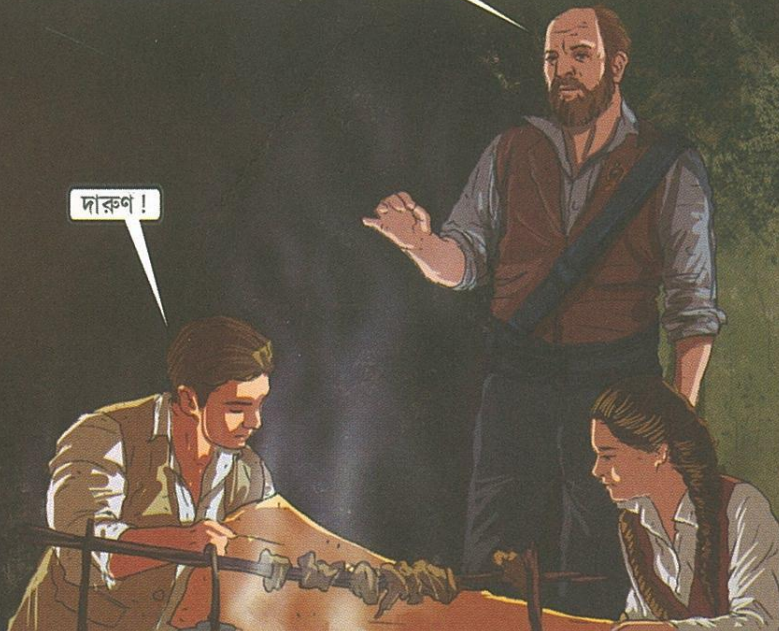
রাত নামে...
ক্রমাগত শব্দ ঝংকারে ঘুম ভেঙে সজাগ হয় শংকর...
বুঝতে চেষ্টা করে কোনখান থেকে শব্দটা আসছে।
এর মধ্যে একটা রক্তচোষা বাদুড় অ্যানার ঘাড়ে দাঁত বসায়...
মার্কো আর শংকর গুহায় ঢুকে দেখে অ্যানা বুঝতেই পারেনি যে বাদুড় ওর রক্ত চুষছে।

শংকর ধীরে ধীরে অ্যানার দিকে এগোয়...
মার্কো ইশারায় শংকরকে থামতে বলে...
র‍্যাটল সাপ তাক করেছে শংকরকে ছোবল মারবে...
ওদের কথা বলা যেমন সম্ভব নয় তেমনই সম্ভব নয় শংকরের নড়াচড়া করা।
মার্কো খুব সাবধানে সাপটাকে তাক করে।

মার্কোর বন্দুক গর্জে ওঠে...
শংকর হাতের মশালটা গুহার দেওয়ালে ছুঁড়ে দেয়। দেওয়াল জুড়ে রাবার আঁঠার প্রলেপ।
বন্দুকের গর্জনে অ্যানা ধড়মড়িয়ে ওঠে...
অ্যানাকে বাঁচাতে শংকর দৌড় লাগায়...
সেই রাতের মতো ওরা বেঁচে যায়। ভোরের আলো ফোটে...

গুহার কাছাকাছি ঝর্নার ওপাশে একটা জলাশয় চোখে পড়ে অ্যানার।
সেই জলাশয়ে সবাই স্নান সারে।
এরপর ওরা চলতে থাকে মাতো গ্রসোর মধ্যে দিয়ে।
চলার পথে ওরা দড়ির তৈরি সেতুর সামনে পড়ে, সম্ভবত কুলিনা জনজাতির তৈরি।
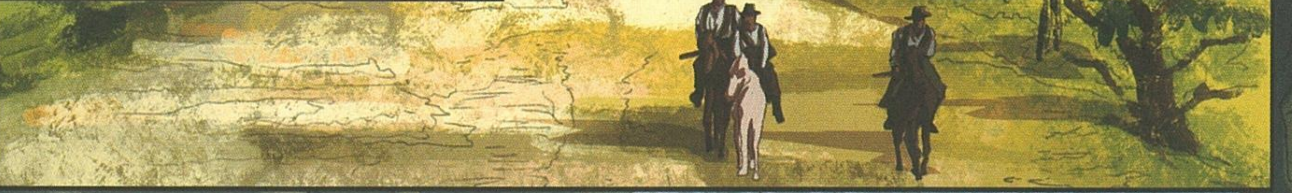
এই সেতু আমাদের পেরোতেই হবে। আর কোন রাস্তা নেই বলেই আমার ধারণা।
ঘোড়াগুলো এই সেতুর পক্ষে বেশ ভারী বাবা। আমার মনে হয়না এই সেতু পার হওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে। এটা একটা আত্মঘাতী প্রচেষ্টা !
মার্কো বার বার বলাতে অ্যানা ঘোড়াগুলোকে সাবধানে সেতু পার করতে লাগল। মার্কো এবং শংকর ওকে অনুসরণ করল...
সেতুর ওপর চাপ পড়তে লাগল।
সাবধান !! অবিচল থাক !!
ফটাস!
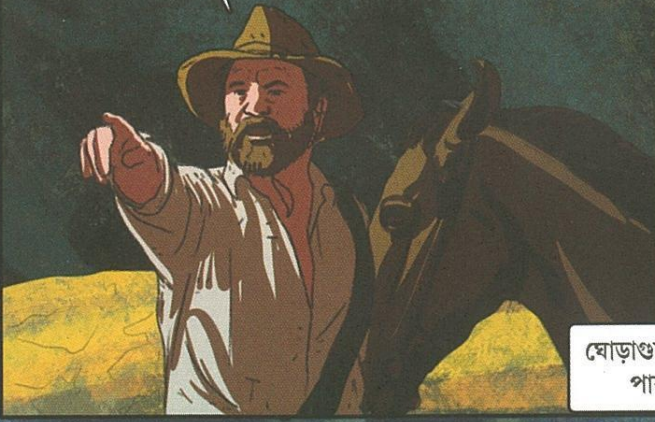
ভঙ্গুর সেতু ভেঙে পড়ল !!
মার্কো গড়িয়ে যেতে লাগল!!
শংকর মার্কোকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এল !!
ভাঙা সেতুর কাঠের পাটাতন ধরে ঝুলছে মার্কো
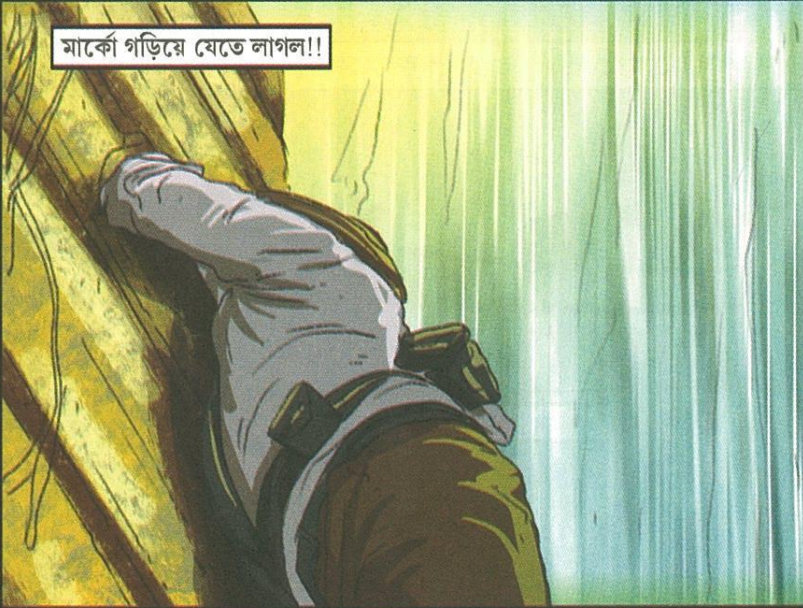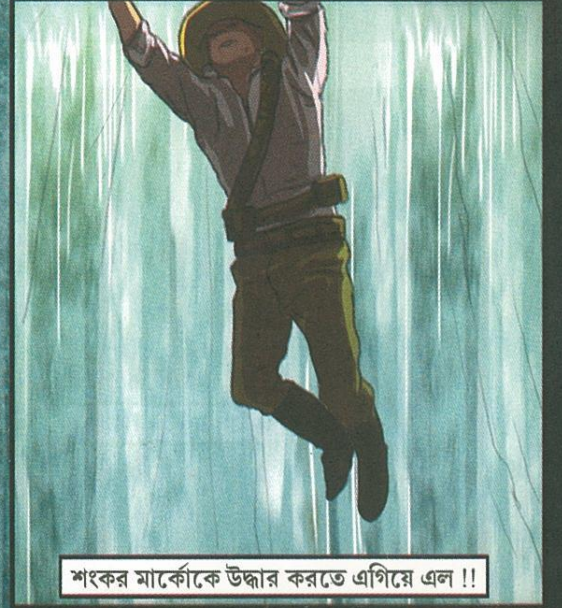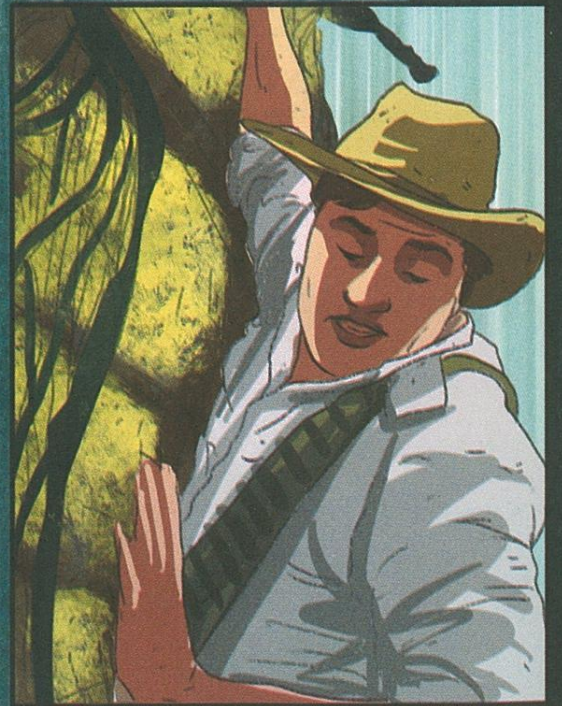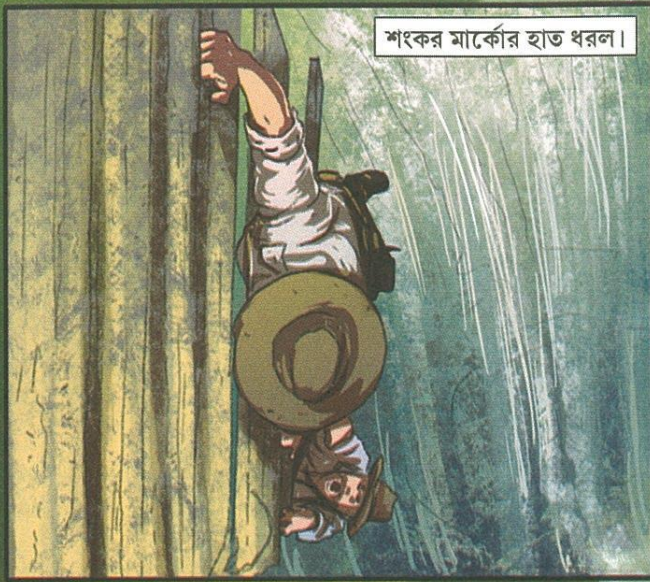
শংকর মার্কোর হাত ধরল।
অ্যানা চেঁচিয়ে ওঠে, 'দাঁড়াও' !!
ওদের দিকে দড়ি ছুঁড়ে দেয় অ্যানা...
শংকর!!!
শংকর কষ্ট করে মার্কোর হাত ধরে...

ঘোড়াদের সাহায্যে মার্কো এবং শংকরকে নিরাপদে টেনে তুলে আনে অ্যানা।
আআহহহহ !!!
যারা অনুসন্ধান করে তারা ভগবানের কৃপাধন্য মানুষ। তুমি আবারও সেটা প্রমাণ করলে বাছা !
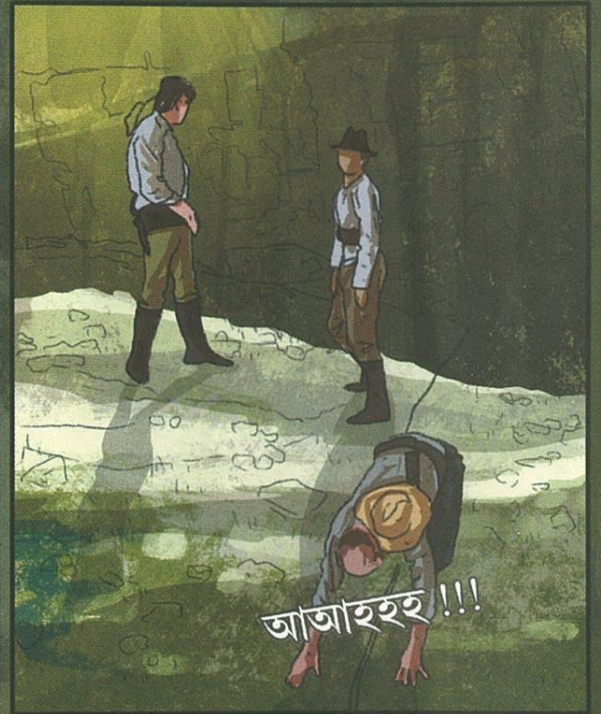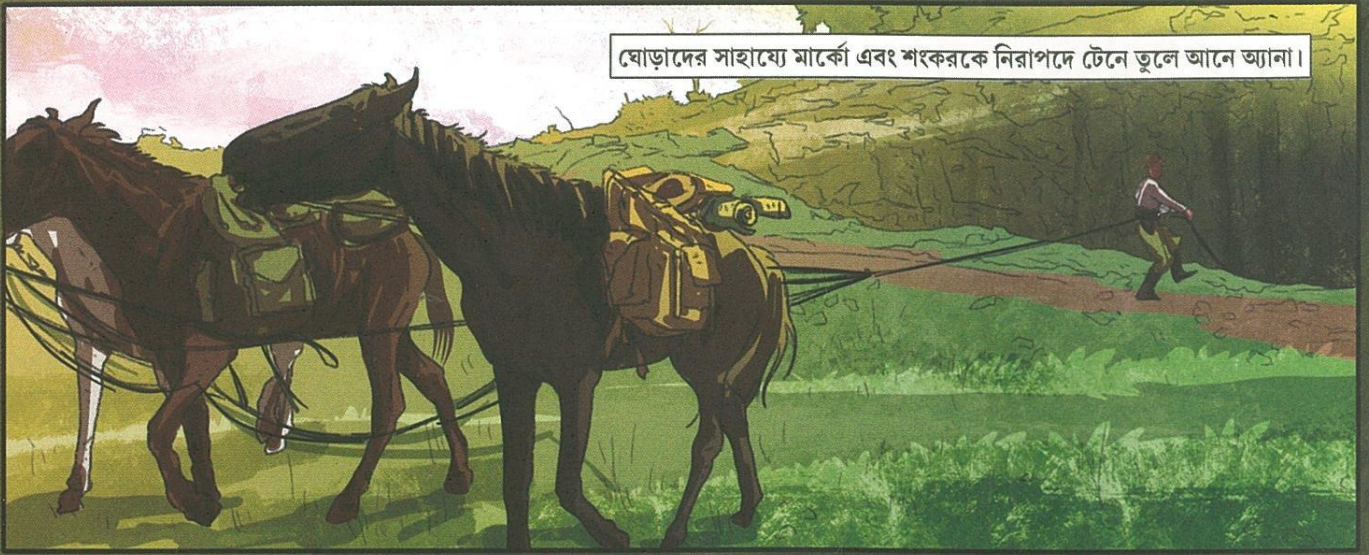
হাতে লাগানো রাবার গাছের জংগলের ভেতর দিয়ে ওরা চলতে লাগল।
রাবার গাছের চাষই ছিল ব্রাজিলের মূল রোজগার। ১৯১০ সালে রাবার শিল্পের বাড়বাড়ন্তকেই বলা হয় প্রথম ‘রাবার বুম!’ বড় বড় রাবার ব্যবসায়ীরা এই জায়গাকে বলত ‘মিনিয়ের ডি ওরো ডেল মাতো গ্রসো’ বা মাতো গ্রসোর সোনার খনি। ইয়োরোপীয় ব্যবসায়ীরা এই ব্যবসা থেকে সোনা বানাত কিন্তু স্থানীয় ব্যবসায়ীরা তাদের ওপর অন্যায় হচ্ছে বলে কান্নাকাটি করত।
আমরা এখন এডগার ব্যারেট রাবার প্ল্যান্টেশন ফার্মের দিকে এগোচ্ছি— সেখানে আমার পুরনো বন্ধু ড. লেস্টর ক্লেটনের সঙ্গে দেখা হবে—ও আমাকে পোর্টো ভেলহো থেকে মাদিরা নদীতে যাবার জন্যে নৌকা দেবে।
এখানে ক্ষমতাশালী রাবার ব্যবসায়ীরা ক্ষেতের দেখাশোনা করে। ত্রিনিদাদ আর টোবাগো থেকে এরা মুকাকস বা ফোরম্যান নিয়ে আসে যারা আমেরিন্ডিয়ান ক্রীতদাসদের সামলায়।
এই যুগে ক্রীতদাস?
হ্যাঁ! অ্যামাজনিয়াতে ইয়োপীয়ান উপনিবেশের ফল—সেই রাবার বুম।
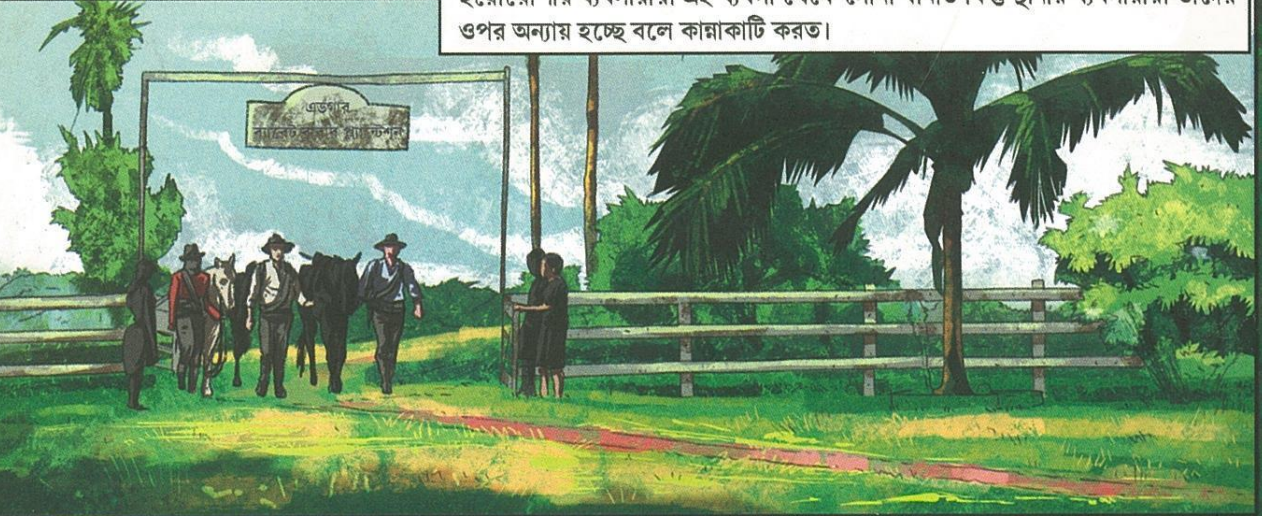
রাবার দুনিয়ায় স্বাগত মার্কো !
বেল্লো ভেদেরতি, ক্লেটন —
আশাকরি সব ঠিকঠাক চলছে !
কতদিন তোমার বাজানো
সোনাটা শুনিনি।
আমার মেয়ে অ্যানা আর বন্ধু শংকর।
আনকোমা !!!
অভিযাত্রীদের সব সময়েই চনমনে লাগে ! পরবর্তী যাত্রার
আগে এখানে দিন দুয়েক বিশ্রাম নাও। আগামী দিনের
যাত্রাপথ কিন্তু ভয়ংকর বন্য ! আনকোমা কে ডাকছি।
আনকোমা উত্তর দেয়।
বলুন সেনর ?
আনকোমা, এরা আমার বন্ধু।
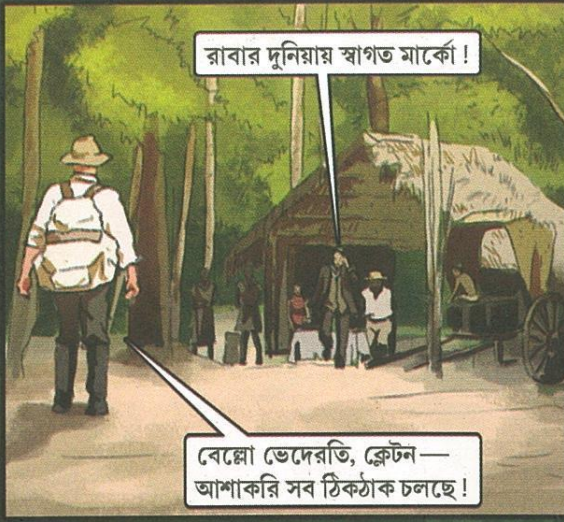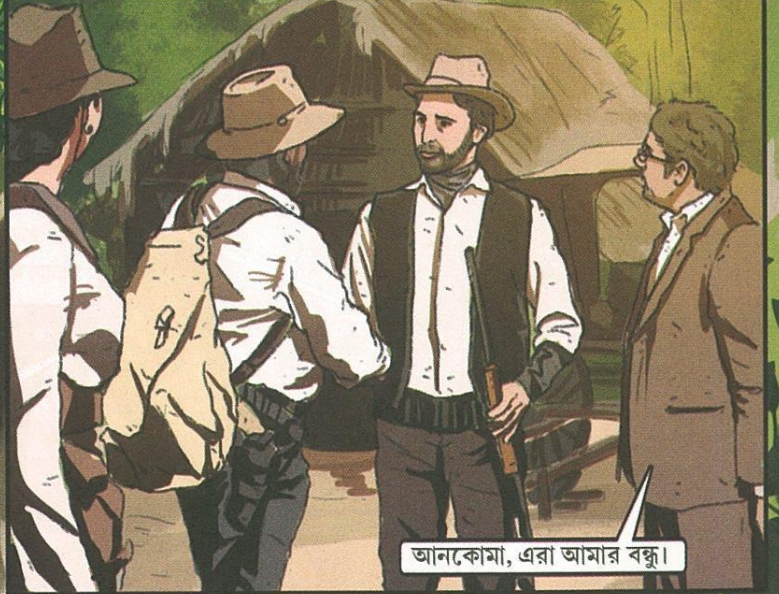
এখানে কী শিকার করো আনকোমা?
কুমির, সাপ, হায়না,—যদি এরা মানুষের ক্ষতি করে তবেই মারি। শিকার আমি আনন্দের জন্যে করিনা, এটা আমার পেশা।
এসো, আমার বাগদত্তা ইসাবেলার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।
আপনাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে ভালো লাগল।
অ্যামাজনের জীবন তামাক খাওয়ার মতো সহজ নয়—টাপুয়াসরা তোমাদের খেয়ে ফেলবে।
শান্ত হও। এরা আমাদের বন্ধু।

এরা মোটেও বন্ধু নয়, এরা অনুপ্রবেশকারী, আমাদের সোনা লুঠতে এসেছে!
এক মিনিট, আমারা কারোর সোনা লুঠ করতে আসিনি। তাছাড়া ওই সোনা তোমাদের নয়। আমরা এসেছি শুধুমাত্র এল ডোরাডো খুঁজে বের করতে।
কালকে ব্যারেট তোমাদের নৈশ আহারে ডেকেছেন, ভুলে যেওনা। বন্দুক নিতেও ভুলোনা। নাহলে জাগুয়ারগুলো খুব আনন্দের সঙ্গে তোমাদের দিয়ে রাতের খাবার সারবে।
ওরা জানেনা, রাত্তিরে খামারের আশেপাশে জাগুয়ারের দল ঘুরে বেড়ায়।
জাগুয়ার সম্পর্কে কথা বলতে বলতে শংকর আর আনকোমা আস্তাবলের দিকে এগোয়।

আআআহহহহ !!!
শংকরের কানে আসে ক্রীতদাসের চিৎকার !
এক রাবার ব্যারন তাকে মারছে !!
শংকর বাঁচাতে যায়...
হেই !
ওকে ছেড়ে দাও উজবুক !
নয়তো আমি তোমাকে গুলি করব !!
এডগার ব্যারেট—রাবার প্লান্ট এর মালিক—তার বাংলোতে নৈশাহারে সবার নিমন্ত্রণ। মার্কো সেখানে পিয়ানো বাজাচ্ছে।

তোমার এই বাজনা আমাকে লন্ডনের কথা মনে করিয়ে দিল !
ধন্যবাদ !!
নৈশাহারের সময় হয়ে গেছে।
হ্যাঁ বন্ধু ! এস, আমাদের সঙ্গে যোগ দাও। প্রিয় ইসাবেলা, তুমি কি আমাকে এক বোতল কাশাচা এনে দিতে পারো ?
নিশ্চয়ই।
ইসাবেলা গুদামঘরে যায়।
কেন আমি আমার জাত নিয়ে গর্ব করব না বলুন তো ? আমরা নতুন পৃথিবীর কারিগর, আমরা অন্যদের সভ্য দুনিয়ায় বাস করার সহবৎ শেখাই। এমন কি পিয়ানো বাজাতেও শেখাই !
আমি এই কথা মানতে পারছিনা, দুঃখিত। প্রত্যেক ভূমিরই নিজস্ব সভ্যতা আছে এবং তা আপনাদের থেকে পুরনো। সাদা মানুষেরা স্থানীয়দের খুন করছে।
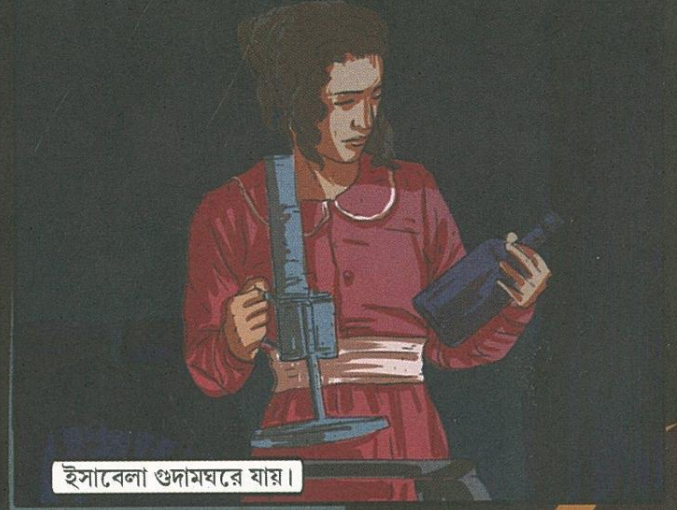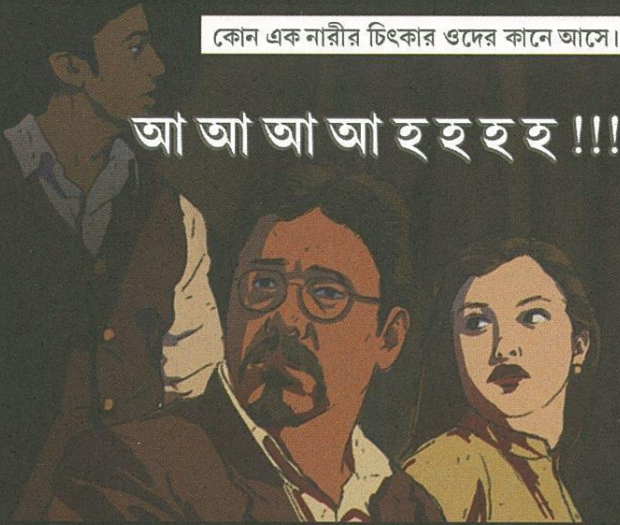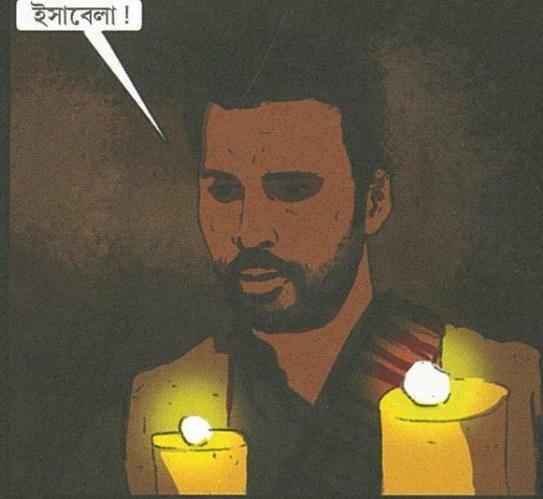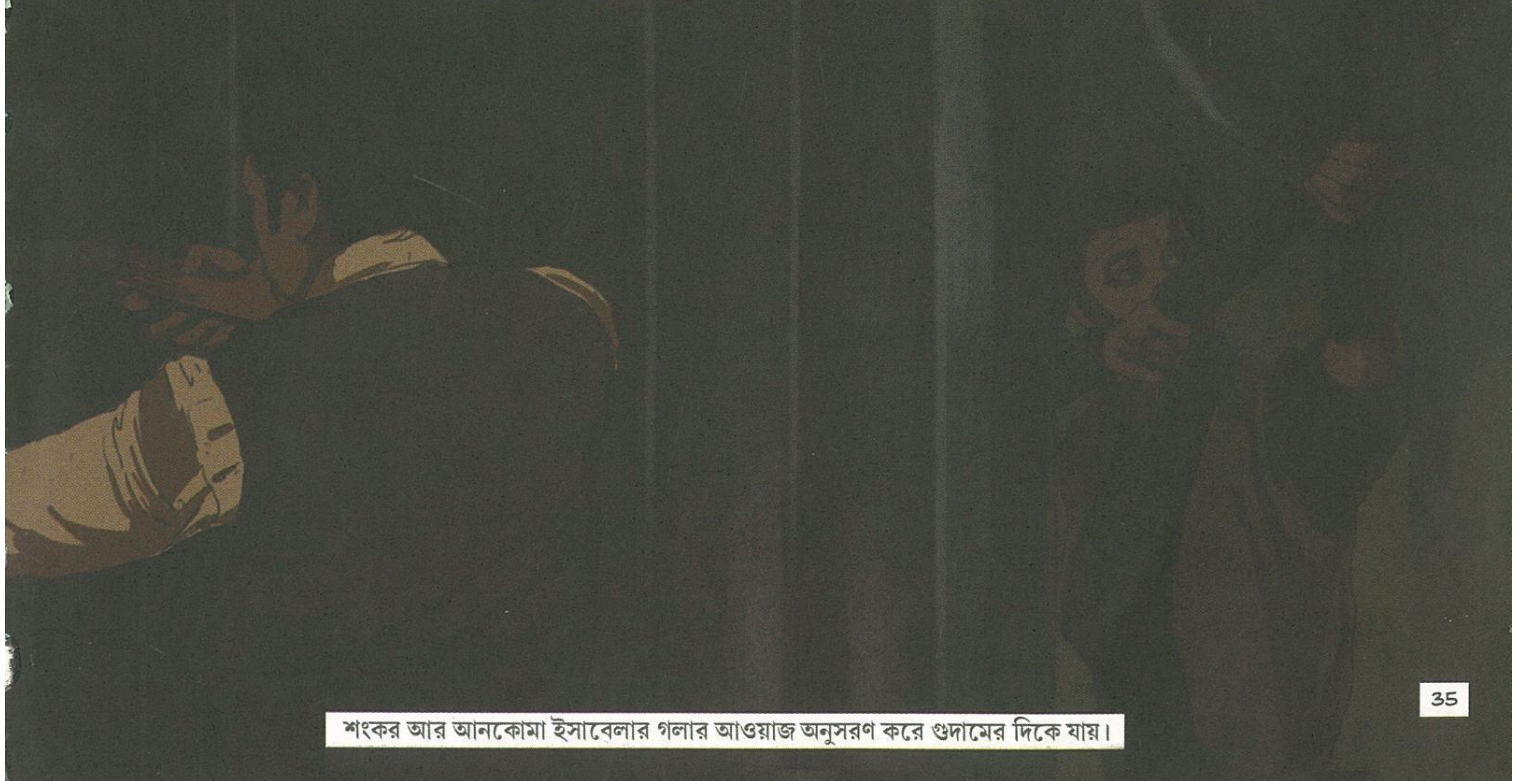
শংকর আর আনকোমা ইসাবেলার গলার আওয়াজ অনুসরণ করে গুদামের দিকে যায়।

ওরা দেখতে পায় রক্তগঙ্গার মধ্যে পড়ে রয়েছে ইসাবেলা !!
একি !!
নাহ !
ঝন !!
শংকর এবং আনকোনা জাগুয়ারের পেছনে ধাওয়া করল...
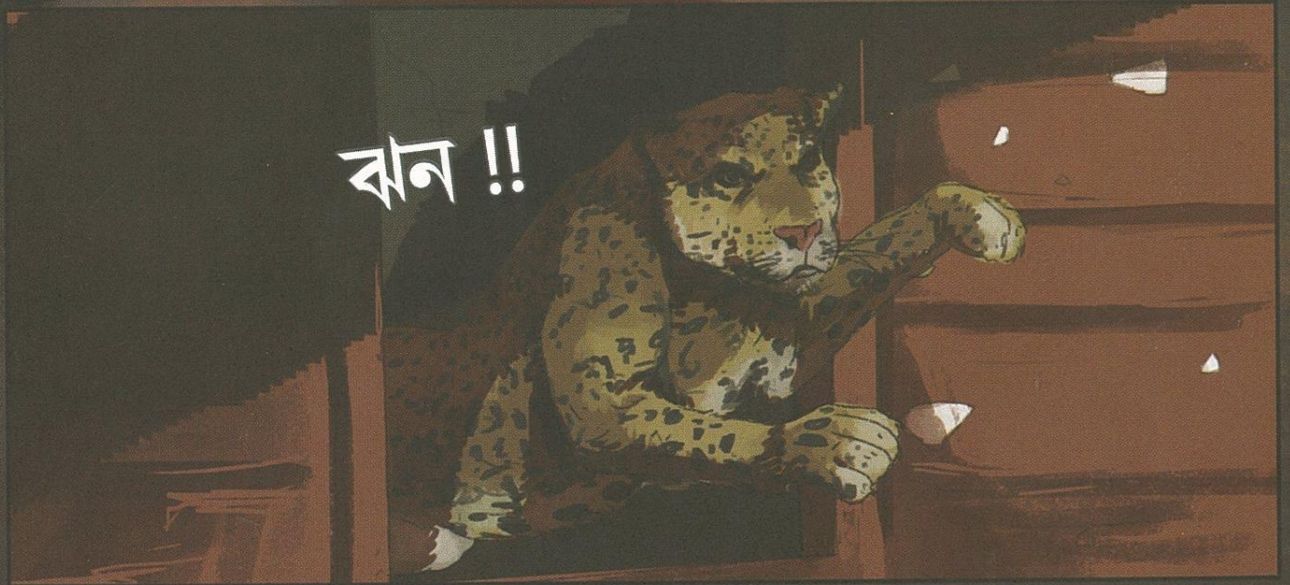
আনকোমা জাগুয়ারটাকে মারার জন্য বন্দুক তাক করল।
বুম্ম!!
ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। গুলি গিয়ে একটা গাছে লাগল।
অন্য একটা জাগুয়ার পেছন থেকে আক্রমন করে মেরে ফেলল আনকোমা কে।
গর্‌র্‌!!
শংকর ধীর পায়ে জাগুয়ারটাকে অনুসরণ করতে লাগল...
বামমম!!
জাগুয়ারের ভবলীলা সাঙ্গ হল।
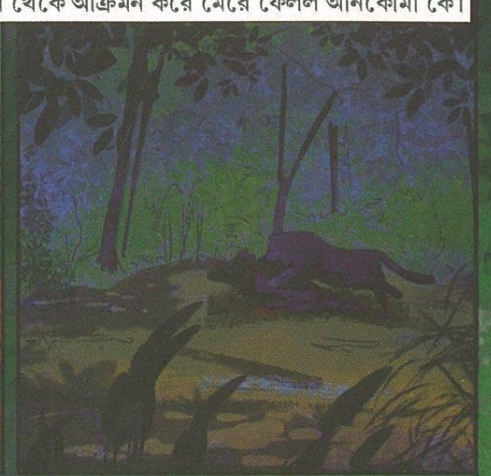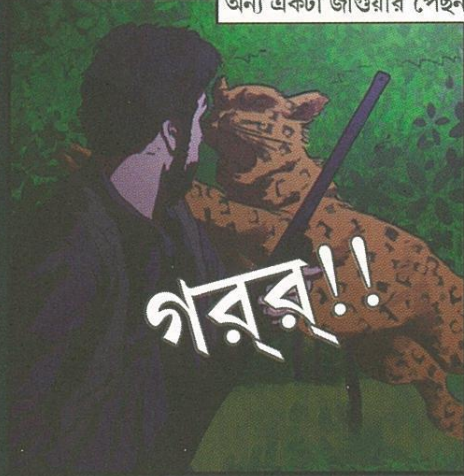
খুব শিগগির আবার দেখা হবে মার্কো। আমার এই ওষুধপত্র ডাক্তার ডিটমার কে সাবধানে পৌঁছে দিও।
ওষুধপত্র সাবধানেই পৌঁছে যাবে, ভেব না।
ভারাক্রান্ত মনে ডাক্তার ক্লেটন কে বিদায় জানাল মার্কো, অ্যানা এবং শংকর। এল ডোরাডোর দিকে আবার যাত্রা শুরু হল !
ব্রাজিলের স্থানীয় মানুষরা অ্যামাজন নদীর এই শাখাকে বলে কুয়ারি নদী, পর্তুগিজরা বলে রিও মাদিরা— কাঠের নদী; মার্কো, অ্যানা আর শংকর ঠিক করে নেয় এই নদী ধরে গেলেই ওরা অ্যামাজনে পৌঁছে যাবে।
প্রথম দিন
দ্বিতীয় দিন
তৃতীয় দিন

ওই টিলাটার পেছনেই অ্যামাজন নদীর তটভূমি — আমরা প্রায় এসেই গেছি!
অবশেষে!
চলার পথে ওরা নৌকা ছেড়ে পায় হেঁটেই মানাউসের দিকে এগোয়।
শক্তিশালী অ্যামাজন সূর্যকিরণে ঝলকাচ্ছে...
সবাই দেখো।
ওইটা মানাউস, শংকর। ওর পেছনের জঙ্গল অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে।
অ্যামাজনিয়া!
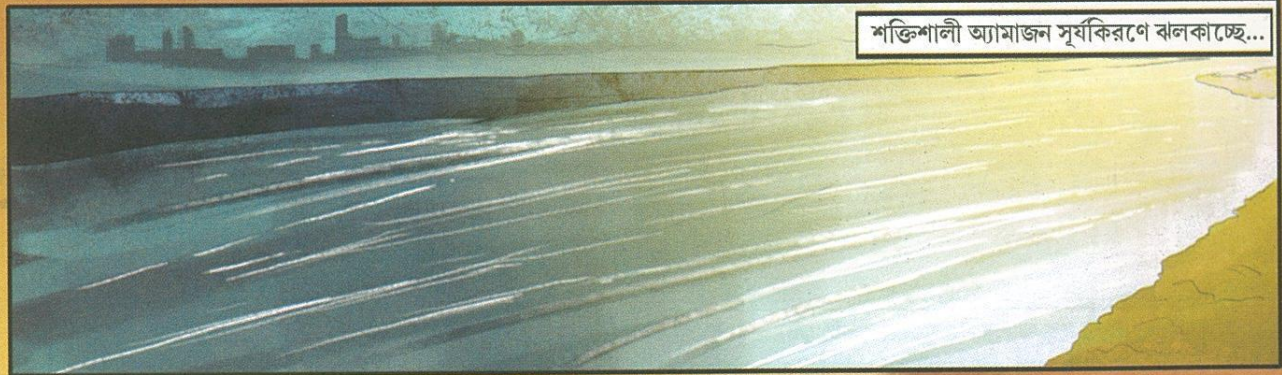
মানাউস শহরকে বলা হয় 'লুগের দে বাররা দো রিও নেগরো'। অ্যামাজনের দুটো প্রধান শাখা, রিও নেগরো—দ্য ব্ল্যাক রিভার এবং রিও সলিমোয়েস—দ্য স্যান্ডি রিভার, জুড়েছে মানাউসের কাছে। অনেকেই মানাউসকে 'ট্রপিক এর প্যারিস' বলে থাকে।
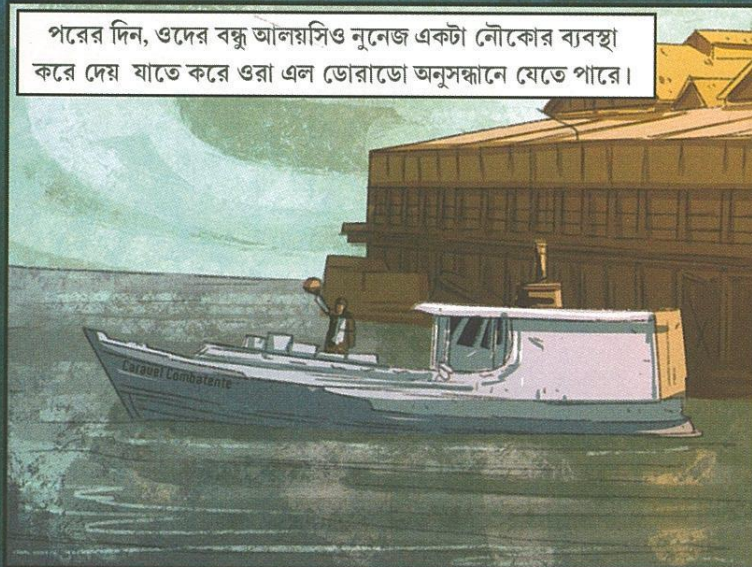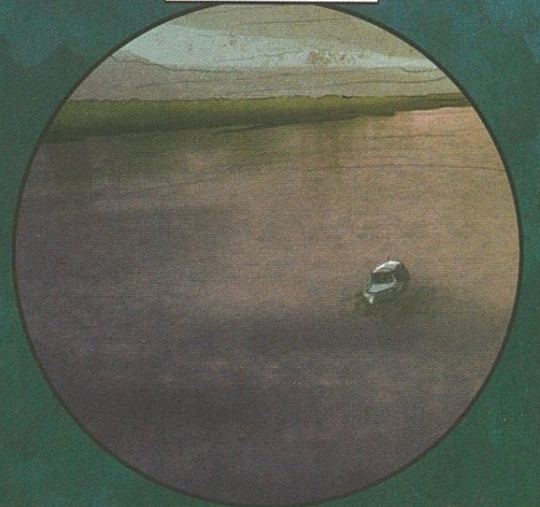
অ্যানা দেখতে চেষ্টা করছে সামনে কি আছে। মার্কো তাকিয়ে আছে।
আমার আগের অভিযানে এই এলাকাতেই 'উইচ অফ এন্ডর' জাহাজটা ডুবে গেছিল।
আপনি কি এখনও বিশ্বাস করেন যে ম্যাপটা ওখানেই আছে?
আমার মনে হয় ছিপি আটকানো বোতলের ভেতরে সেই ম্যাপ নিচেই আছে; ডুবে যাওয়া জাহাজের একটা ভল্টে বোতলটা আছে!
নদীর তলদেশ খোঁজার আগে চলো মুরা ইন্ডিয়ান গ্রামে যাই।
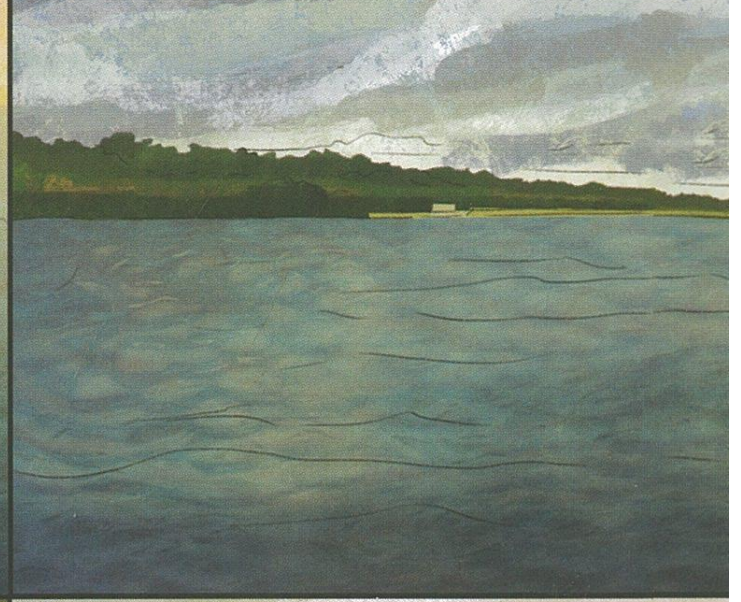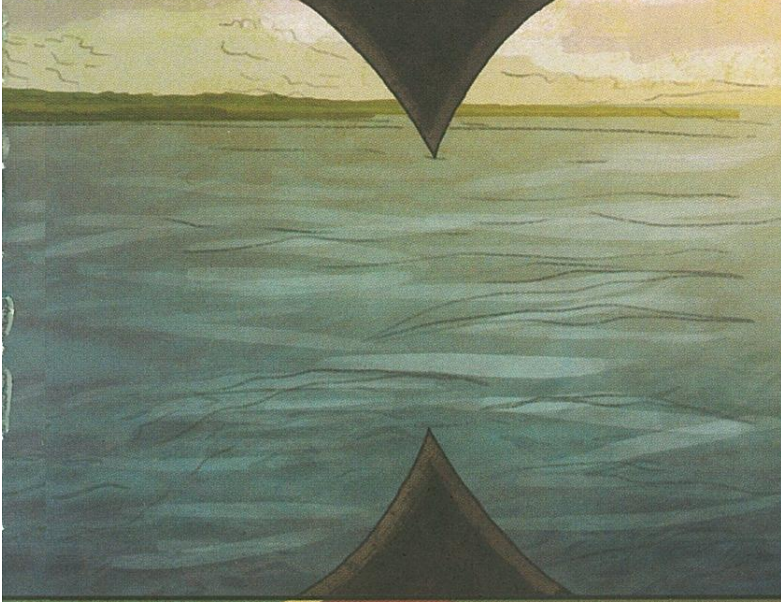
ডুব দেবার তিনটে যন্ত্র আমাদের কাছে আছে।
আমি আগেও এই যন্ত্র ব্যবহার করেছি অ্যানা।
তাহলে তুমি আর অ্যানা ডুব দাও। আমি পারব না।
কেন পারবে না?
আমাদের সেই বিদ্ধস্ত জাহাজ দেখলে আমি ঘাবড়ে যাব— ওই ভয়ংকর অতীত আমি আবার মনে করতে চাই না।
তিন জনে অবশেষে মুরা ইন্ডিয়ানদের গ্রামে পৌঁছল।
আমরা শান্তির জায়গায় এসেছি !!
মুরা প্রধান জুমা ওদের স্বাগত জানাল...
মার্কো ফ্লোরিয়ান !

তুমি ফিরে এলে কেন? তোমাকে স্বাস্থ্যবান লাগছে! কি করছ এখন?
এতদিন পরে তোমাকে দেখে ভালো লাগছে,জুমা! মুরা দেবতার আশীর্বাদে আমি আবার অ্যামাজন অভিযানে এসেছি প্রধান!
তোমাদের সাদা চামড়ার মানুষদের সোনা এবং সম্পদের প্রতি অফুরন্ত লোভ আছে। তা, এবার কতদূর অবধি যাবে ভেবেছ?
দ্য পিকো ডা নেবলিনা।
মার্কোর জাহাজ যেখানে ডুবে গেছিল, জুমা ওদের সেখানে নিয়ে গেল।
খুব সাবধান শংকর—এই নদী ভয়ংকর কালো কুমির আর লাল পেট পিরানহার লীলাক্ষেত্র!
তবে খবর না পাওয়া অবধি আক্রমণ করবে না। জানো কি, রক্তের স্বাদ না পাওয়া অবধি ওরা আমাদের ধারেকাছে আসবে না!
আমিও তাই পড়েছি।

জলের নিচে...
শংকর মনোযোগ দিয়ে দেখছে...
মার্কো, অ্যানা আর শংকর অবশেষে খুঁজে পেল জাহাজটা...
Witch of Endor
দড়ি ধরে জাহাজের ওপরে ওঠার চেষ্টা করে ওরা।
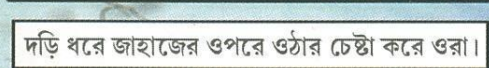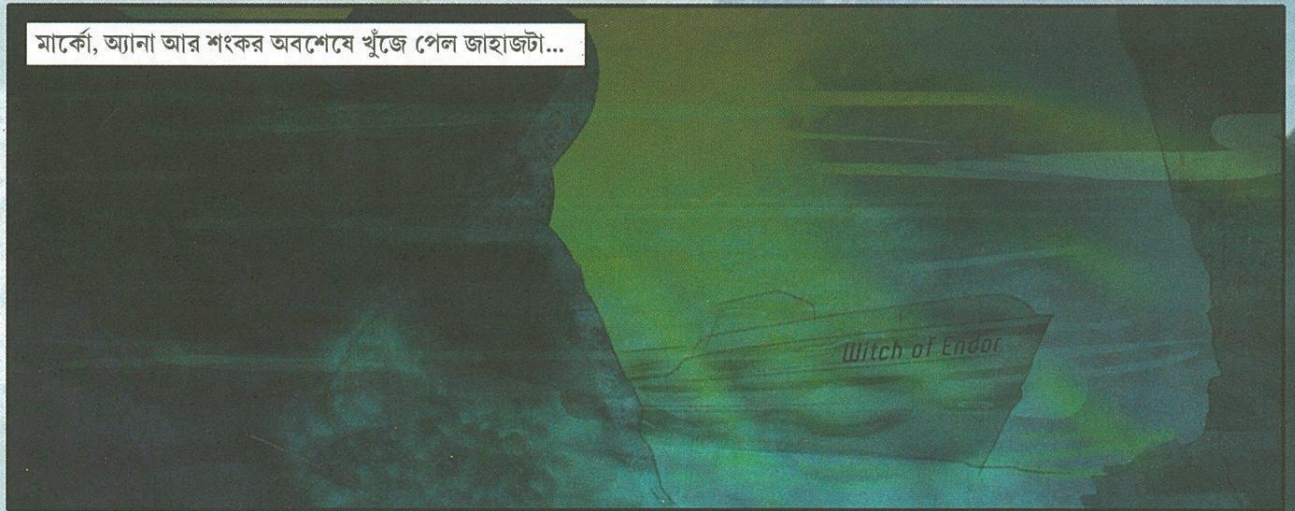
ওরা একটা ফোকর দেখতে পেল যার ভেতর দিয়ে ভেতরে যাওয়া যাবে...
ওরা জাহাজের ভেতরটা খুঁজতে থাকে...
শেষ পর্যন্ত জাহাজের মধ্যে মার্কোর লকার কোথায় তা বুঝতে পারে...
ভল্ট ভেঙে শংকর ম্যাপসহ বোতল উদ্ধার করে...
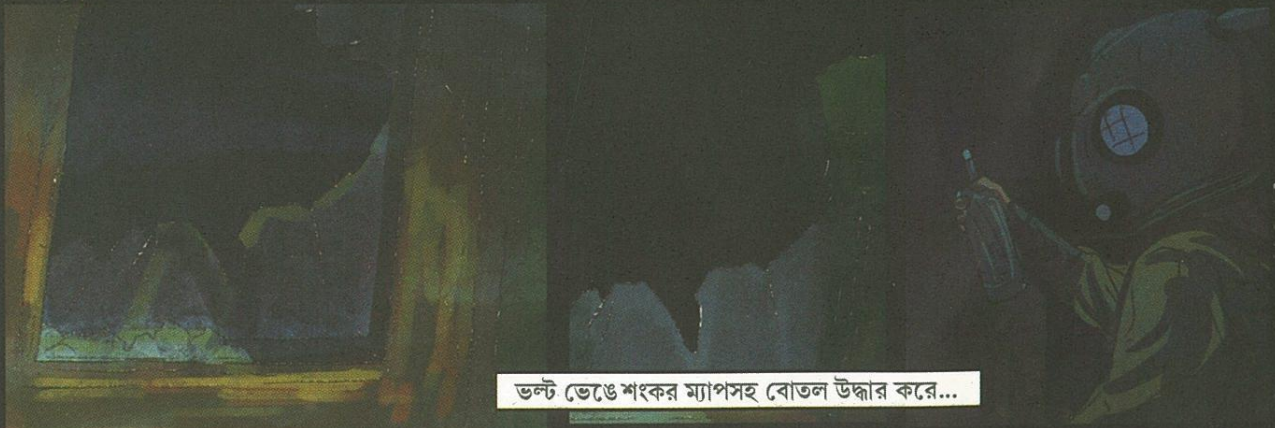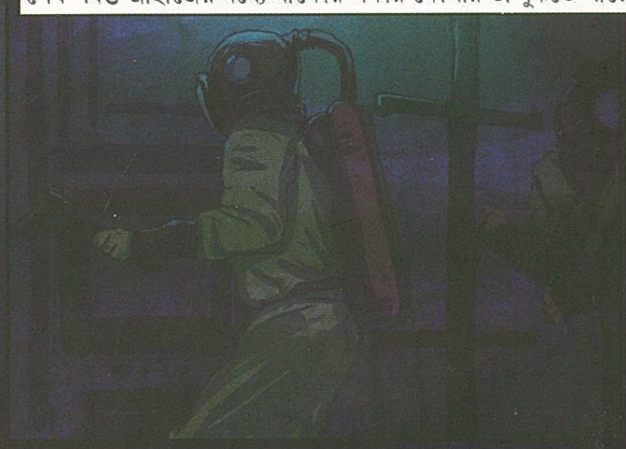
অ্যানা ওর মায়ের একটা ছবি খুঁজে পায়।
হঠাৎই ইলেক্‌ট্রিক ঈল মাছ শংকরকে আক্রমণ করে এবং তড়িদাহত করে ফেলে।
জ্ঞান হারিয়ে ফেলে শংকর।
মার্কো শংকরকে উদ্ধার করে!
শংকরকে আঁকড়ে ধরে সাঁতরে তীরে উঠে আসে মার্কো।
কর্কের ছিপি আটকানো বোতলও ভেসে ওঠে জলের ওপর...
অ্যানা সাঁতার কেটে নিরাপদ জায়গায় পৌঁছয়
যেখানে মার্কো, শংকর আর জুমা অপেক্ষা করছে।
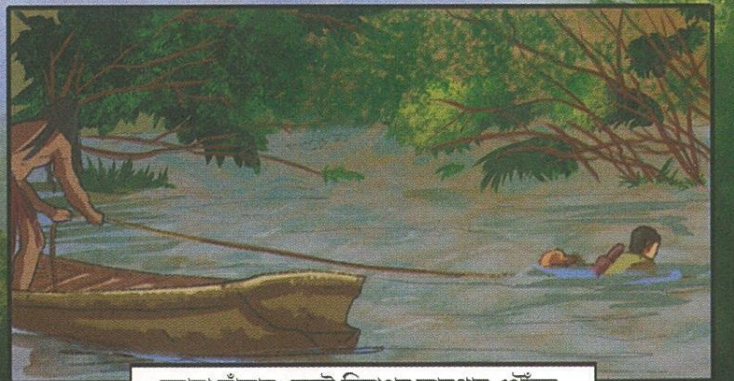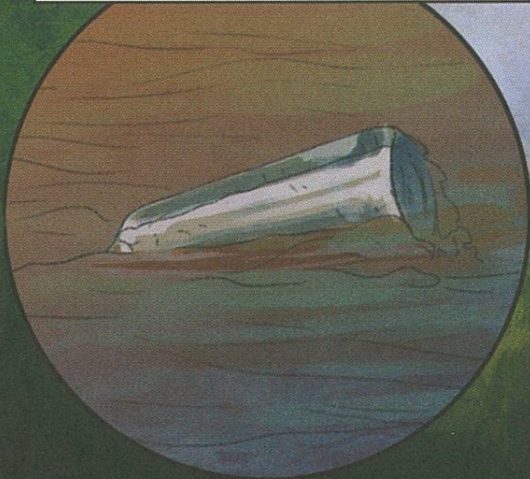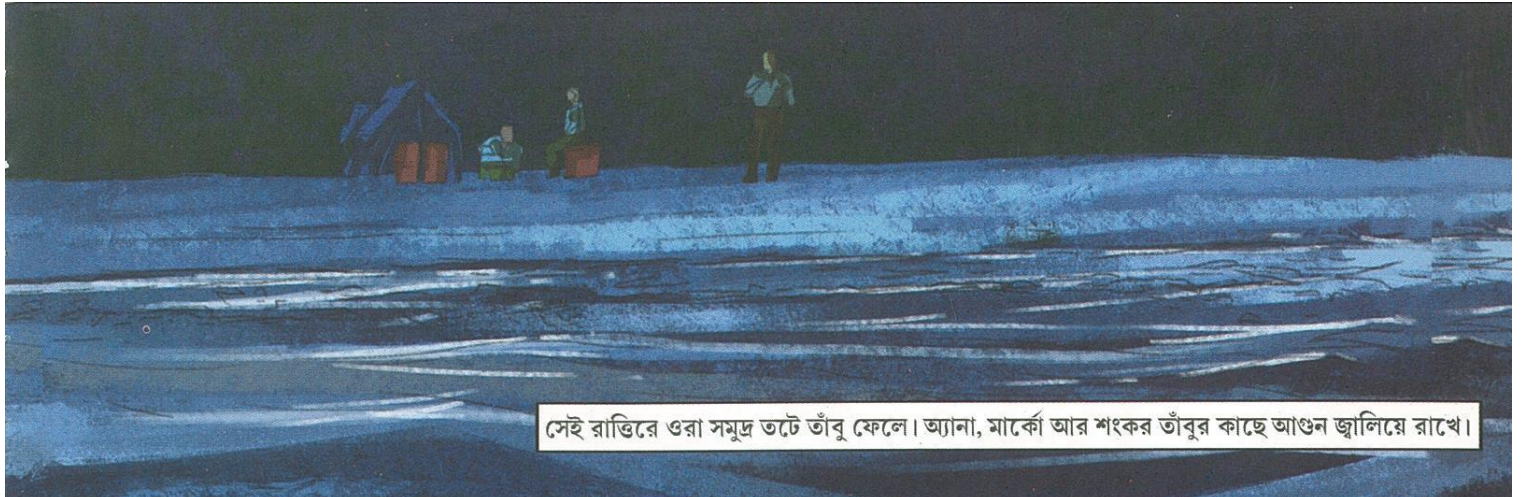
সেই রাত্তিরে ওরা সমুদ্র তটে তাঁবু ফেলে। অ্যানা, মার্কো আর শংকর তাঁবুর কাছে আগুন জ্বালিয়ে রাখে।
ওরেল্লানার ম্যাপ !
ম্যাপের চিহ্ন গুলো লক্ষ্য করো—এটা হচ্ছে রিও নেগ্রো আর লোয়ার অরিনকো বেসিন—এখানেই কোথাও আমাদের উন্নতির চাবিকাঠি আছে ! এই ম্যাপটা দুর্মূল্য যদি তুমি বাকিটা পাও—এটা আদ্ধেক ছেঁড়া।
ম্যাপে কোন নাম বা স্থানাংক চিহ্নিত করা নেই। অ্যামাজন আর অরিনকো বেসিনের একটা ধারণা দেওয়া আছে কিছু চিহ্নের সাহায্যে। চিরাচরিত চিহ্ন দিয়ে নদী, জঙ্গল,জলাশয়, পাহাড়, গাছপালা,পশুপাখি ইত্যাদি। স্কেলেরও কোন ভিত্তি নেই।
তুমি কী সংকেত-চিহ্ন গুলোর মানে বের করতে পারবে বাছা ?
আমি চেষ্টা করতে পারি। আমার মনে হয় এগুলো উইচের অক্ষর। আমি এগুলো কোন ক্রিপ্টোলজির বইতে আগেও দেখেছি।
অ্যানা, শংকর আর মার্কো যাত্রা শুরু করল বার্সেলোসের ড. ডিটমারের বাড়ির উদ্দেশ্যে।
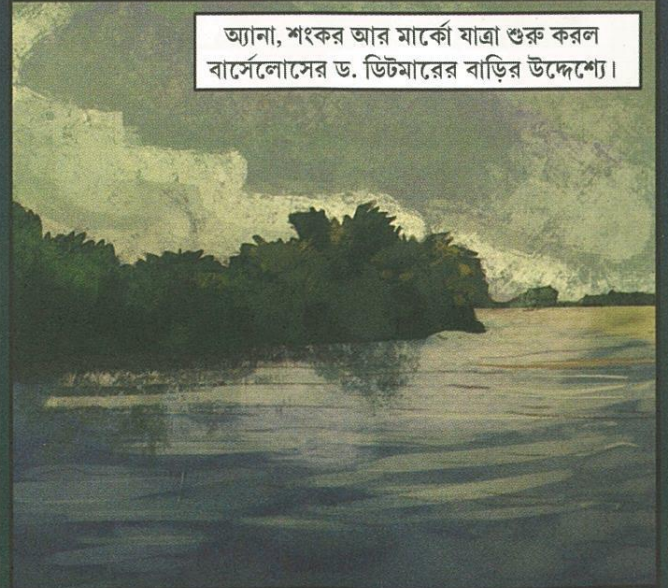
সন্ধের মুখে গিয়ে ওরা বার্সেলোসে পৌঁছল। খানিকটা দূর থেকেই মার্কো জার্মান ডাক্তার ক্লস ডিটমার-এর নৌকো-বাড়িটা চিনতে পারল।
প্রাচীন দুনিয়ার মানুষজন খুব কমই এখানে আসা যাওয়া করে; আশা করি ড. ক্রেটন ভালো আছেন!
ড. ক্রেটন আপনাকে অভিবাদন জানিয়েছেন
আপনার ওষুধ!
ড. ডিটমারের লাইব্রেরিতে শংকর একটা বই পায় যেটা দেখে ওর মনে হয় বইটা চিহ্নের মানে উদ্ধার করতে সাহায্য করবে।
বইটা কি আমি ধার নিতে পারি ডক্টর? আমি এটার সাহায্য নিয়ে উইচের সাংকেতিক বর্ণগুলো উদ্ধার করব।
হ্যাঁ বাবা, তুমি রাখ। আমি খুশি হব। আমি এখন শামানদের কাছ থেকে শিখছি।
এটাও রেখে দাও। ওরা বলে 'জাপাইরিপে'— তারার মতো। টিয়া পাখির পালক আর উরুকাম (আন্নাট্টো) গাছ দিয়ে সাজানো।
আমার ছবি নিয়ে যাও। প্রমাণ হিসেবে কাজে লাগবে।
ইয়ানোমামি এলাকায় ওরা আমাকে চিনতে পারবে।
BRITISH EAST AFRICA
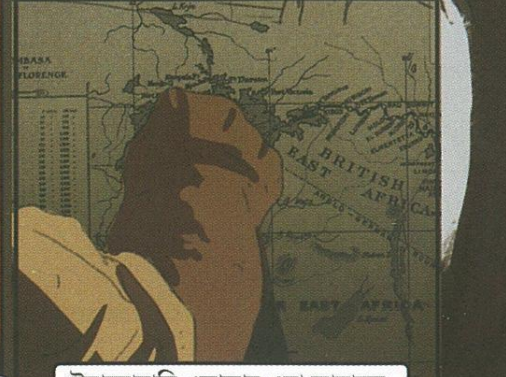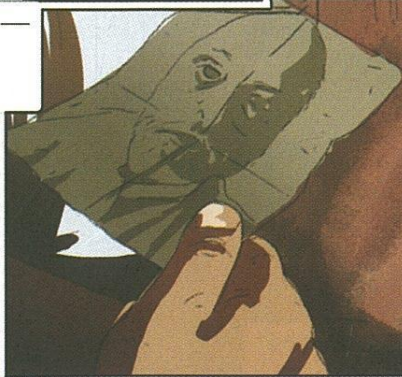
ওদের গন্তব্য সাও গাব্রিয়েল ডি কোচিয়েরা। সেখান থেকে ওদের পায়ে হেঁটে যেতে হবে। তারপর আবার ল্যাজিনো নদীতে নৌকো-যাত্রা। কাবুরাই, লা এবং টুকানো নদী পার হতে হবে যতক্ষণ না পিকো ডা নেবলিনা পৌঁছচ্ছে। ড. ক্লস ডিটমারের পাওয়া ম্যাপ এই পথই বলছে।
ওরা একটা ভেলায় চড়ে রওনা দিল। কিন্তু শংকরের অস্বস্তিকর অনুভূতি হতে লাগল।
তোমাকে অশান্ত লাগছে কেন শংকর?
আমার মনে হচ্ছে জঙ্গল জুড়ে কেউ আমাদের অনুসরণ করছে।
হঠাৎ ওরা সোনা-লুঠেরাদের আক্রমণের কবলে পড়ল!
গুলি বর্ষণ চলতেই থাকল...
অ্যানা আক্রমণকারীদের লক্ষ্য করে গুলি চালাল।
শংকর আর মার্কোও একই কাজ করতে লাগল।
এরা সেই সোনা-লুঠেরা!
বুমম!!
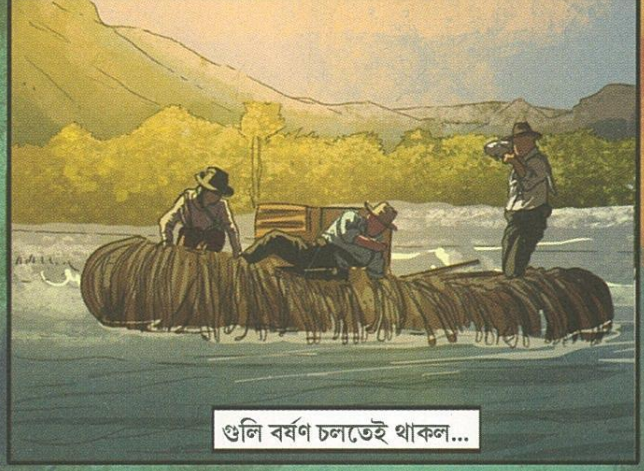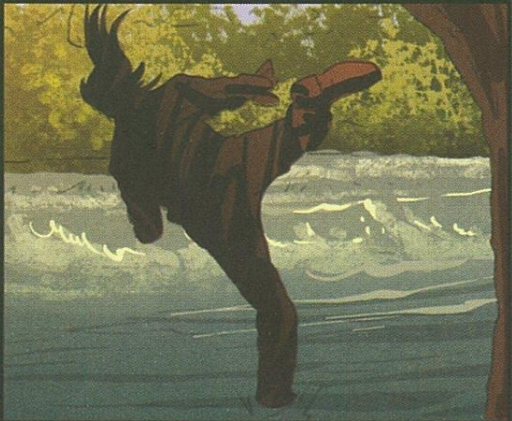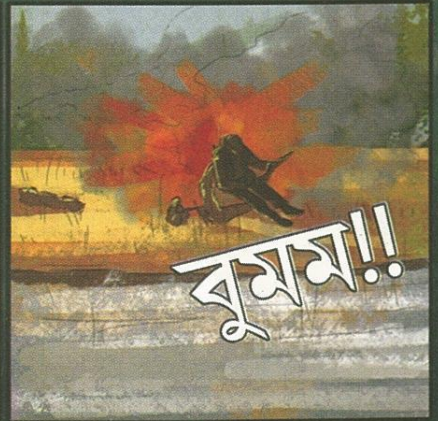
ওরা সোনা-লুঠেরাদের হাত থেকে উদ্ধার পেলেও অ্যানা বুঝতে পারল যে ওদের নৌকো জলপ্রপাতের দিকে ধেয়ে চলেছে।
নৌকো ভুল দিকে যাচ্ছে! শংকর, কিছু একটা করো!
নৌকো দ্রুত এগোচ্ছে!
ঝাঁপ দাও সবাই!
সবাই সেই দুরন্ত জলপ্রপাতে ঝাঁপ দিল !!
ঝপাং!!
ওহ খুব বাঁচা বেঁচেছি! সবাই ঠিক আছ তো?
বাবা, তুমি ঠিক আছ তো?
তাড়াতাড়ি ঠিক হয়ে যাব!
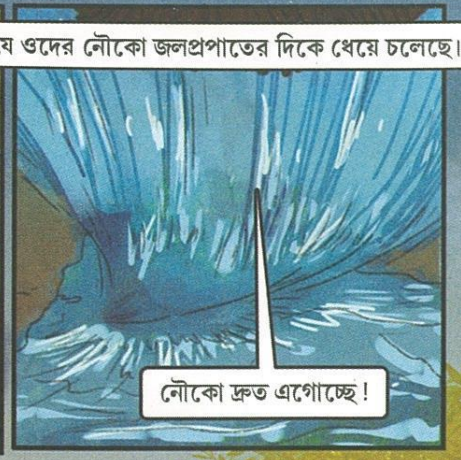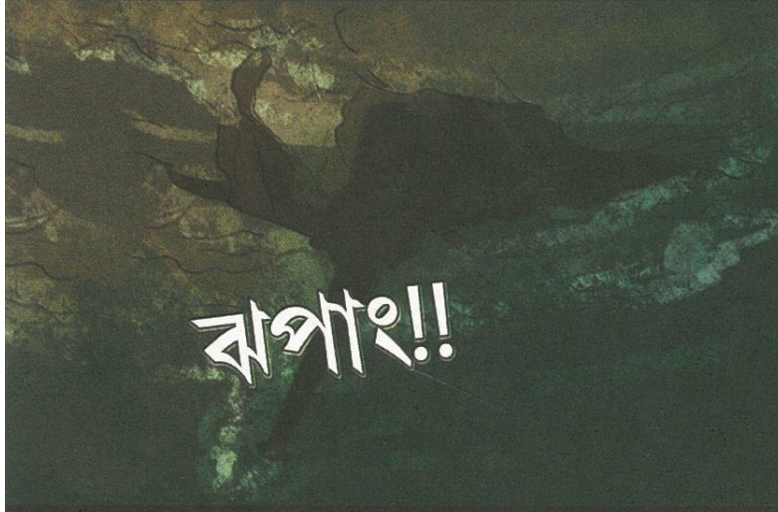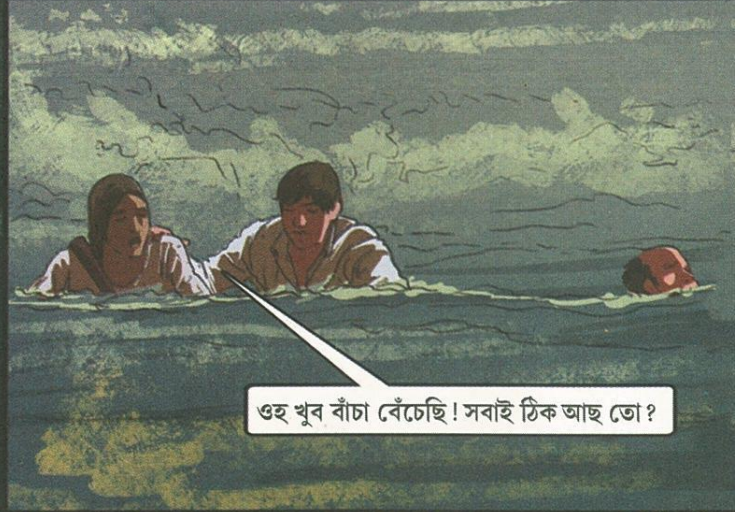
রাতের মতো একটা গুহায় আশ্রয় নিল ওরা। পরদিন ভোরে আবার যাত্রা শুরু করবে
শ্যাওলা ধরা পেছল জমি, ঘন জঙ্গল, পাথুরে রাস্তা আর বহু প্রাচীন গাছ থেকে নেমে আসা ঝুরির দঙ্গল ভেদ করে এগিয়ে চলে শংকর, অ্যানা আর মার্কো এবং পৌঁছে যায় সাও গাব্রিয়েল ডি কোচিয়েরাতে। এটা একটা ছোট্ট গ্রাম। কাছাকাছি ভাউপেস নদীর নাম অনুসারে এই গ্রামকে উয়াপেস বলা হয়ে থাকে।
টুপি-গুয়ারানি গোষ্ঠীর বিভিন্ন প্রজাতি যেমন বারেস,আরাপাগোস,বানিওয়া এবং ওয়েরেকেনা মানুষের বাস এই গ্রামে। অনুসন্ধানকারী দলকে ওরা অভিবাদন জানাল।
টুপি গোষ্ঠীর মানুষরা মার্কো, অ্যানা ও শংকরকে ক্যানো (নৌকো) দিয়ে সাহায্য করল যাতে চড়ে ওরা লাজিনহো নদীর পাড়ে পৌঁছল।
আউপেস এর লোকেরা মার্কো অ্যানা আর শংকরকে অভিযানের সাফল্য কামনা করে বিদায় জানাল। ওরা ক্যানোয় চড়তেই গ্রামের লোকেরা ঠেলে লাজিনহো নদীতে নামিয়ে দিল
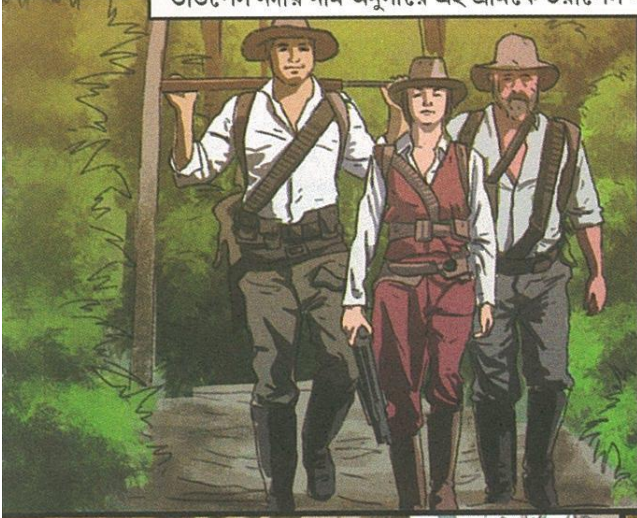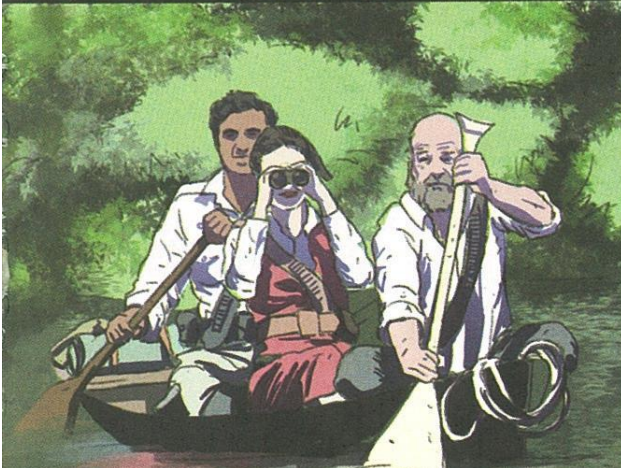
ওরা পৌঁছল বোকা ডো টুকানো বেস ক্যাম্প-এ। সেখানে পর্তুগিজদের তৈরি পুরনো বাঁশের ঘর দেখতে পেল যার সঙ্গে একটা নদী পর্যন্ত লম্বা জেটি মতন আছে। ক্যানোটাকে জেটিতে বেঁধে ওরা নেমে পড়ল।
কেবিনের চারপাশে কাউকে দেখতে না পেয়ে ওরা রাতটা ওখানেই কাটাবে মনস্থ করল।
মার্কো আর শংকর বিশ্রামের জন্য বসল আর অ্যানা জলের খোঁজ করতে লাগল তেষ্টা মেটাতে।
যেন অশুভ কোন কিছু চুপিসাড়ে ঘোরাফেরা করছে মনে হচ্ছে...
শংকর, ওগুলো কি ধরণের মাকড়সা ?
এ জায়গা ছেড়ে এখুনি চলে যেতে হবে !!
ওগুলো ট্যারানটুলা মাকড়সা !!
ইতিমধ্যে, অ্যানা জল আনতে গেছে...
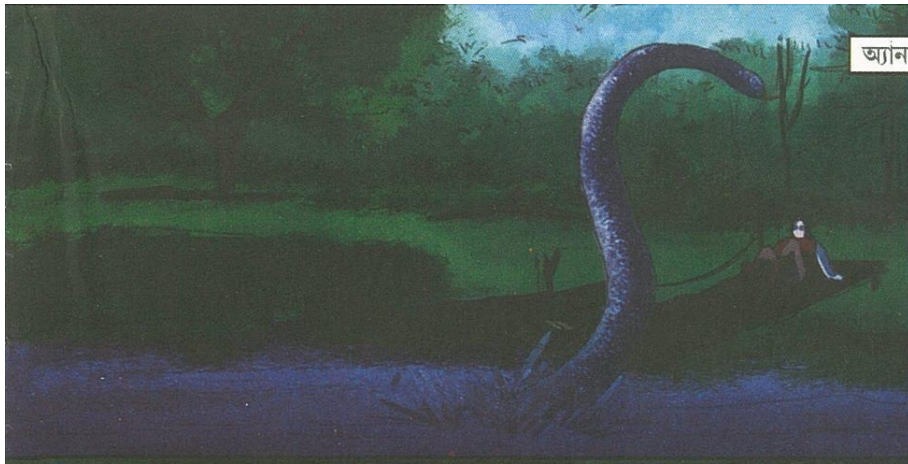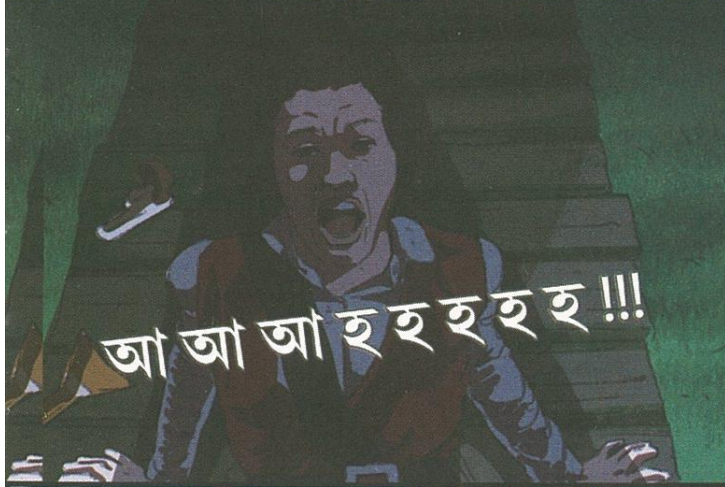
অ্যানাকন্ডা এগোচ্ছে অ্যানার দিকে...
আ আ আ হ হ হ হ হ হ !!!
অ্যানার চিৎকার শুনে কেবিন থেকে বেরিয়ে অ্যানাকে সাহায্য করতে ছুটতে থাকে শংকর।
মার্কোর মনে পড়ে বন্দুকটা কেবিনের ভেতর ফেলে এসেছে। সেটা নিয়ে আসতে যায়।
দরজার হাতলে হাত রাখতেই চটচটে কিছু জড়িয়ে যায় হাতে।
তাও মার্কো ঘরে ঢোকে।
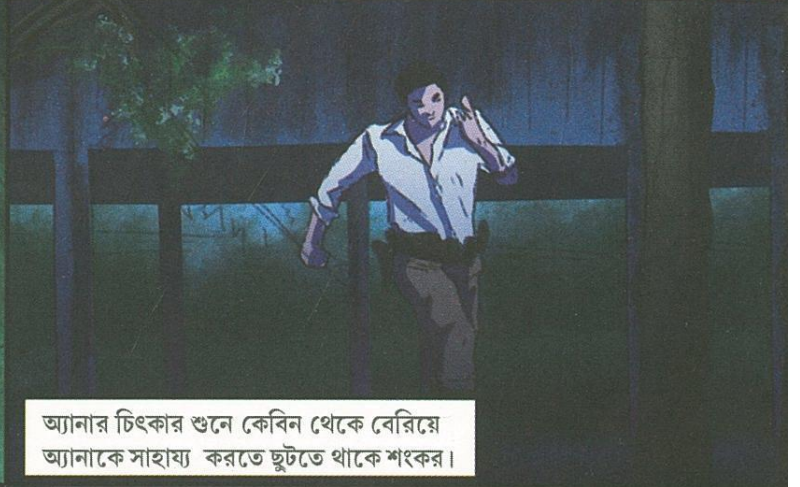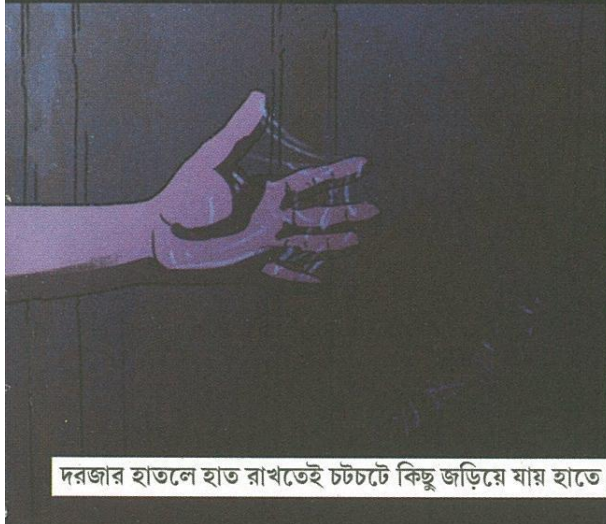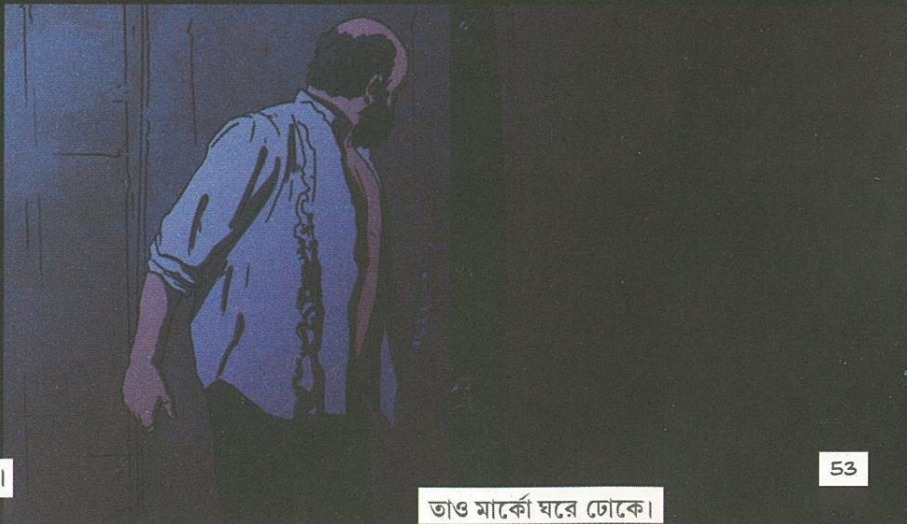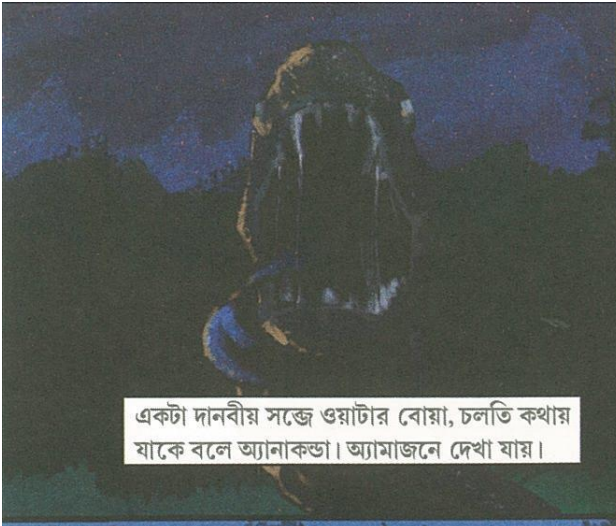
ব্ল্যাম !!
একটা দানবীয় সজ্জে ওয়াটার বোয়া, চলতি কথায় যাকে বলে অ্যানাকন্ডা। অ্যামাজনে দেখা যায়।
জেটি দিয়ে সময় মতো পৌঁছে যায় শংকর, ওর ওয়েবলি এমকে ৪ দিয়ে গুলি করে অ্যানাকন্ডাকে লক্ষ্য করে। অ্যানার হাত ধরে জোরে টান মেরে দূরে সরিয়ে নেয়।
আহত অ্যানাকন্ডা ফিরে যায়।
শংকর আর অ্যানা কেবিনের দিকে দৌড়য়।
অ্যানাকন্ডার চোখ পড়ে মার্কোর দিকে।
আক্রমণ করে মার্কো কে !!
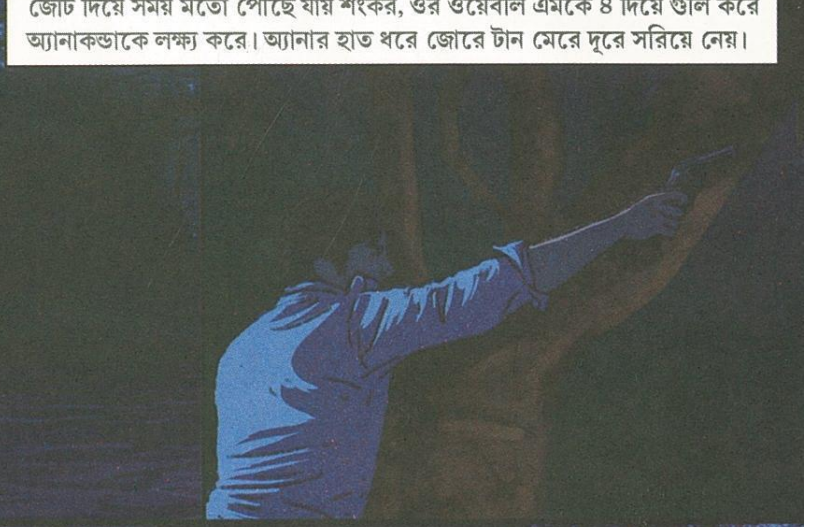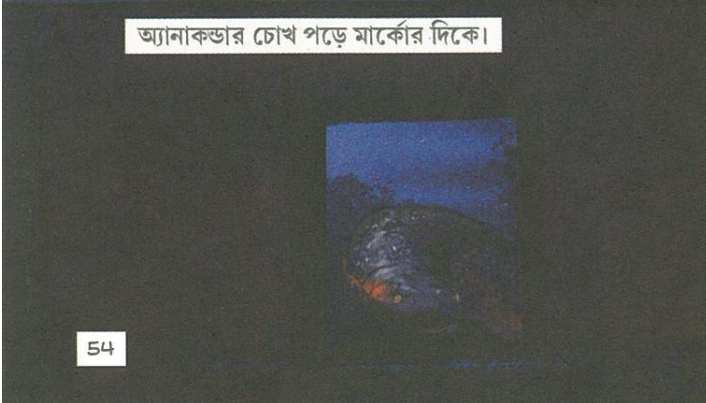
আ আ আ হ হ হ হ হ হ হ!!!

অ্যানাকন্ডা ততক্ষণে তার শিকার ধরে ফেলেছে!

ওহ নাঃ! আমার গুলি ফুরিয়ে গেছে!

ক্লিক!
ক্লিক!

মার্কোর দেহ থেকে প্রাণ নিংড়ে নেয় অ্যানাকন্ডা!!

শেষ মোচড়ে ভবলীলা সাঙ্গ হয়ে যায় মার্কো ফ্লোরিয়ানের।

শংকর বুকে চাপ দিয়ে মার্কোর হৃৎপিন্ড সজাগ করার চেষ্টা করে কিন্তু বুঝতে পারে ওদের এই অভিযানের নেতা আর ফিরবে না। কান্নায় ভেঙে পড়ে শংকর।

জঙ্গল দিনের বেলা কত সুন্দর আর রাতে ভয়ংকর, তাই না? ঠিক মানুষের মতো।
আরও একটা দিন এখানে কাটাতে চাই অ্যানা। ঋণ শোধ করতে হবে আমাকে।
শংকর, আমি জানি, বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ না নিয়ে তুমি যাবে না। আমি কিভাবে সাহায্য করতে পারি?
অ্যানার সাহায্যে শংকর বেশ কিছু বিষাক্ত সোনা ব্যাঙ জোগাড় করে। এগুলো দিয়েই মার্কোর মৃত্যুর বদলা নেওয়া যাবে...
ছুরি দিয়ে বাঁশের কঞ্চি ছুলে ছুঁচলো তীরের মতো বানায় শংকর।
বেগুনী রঙের বিষে ছুঁচলো ফলাগুলো ভালোভাবে ডুবিয়ে নেয়।
ইতিমধ্যে ফিরে আসে অ্যানাকন্ডা, শংকর যার অপেক্ষায়...
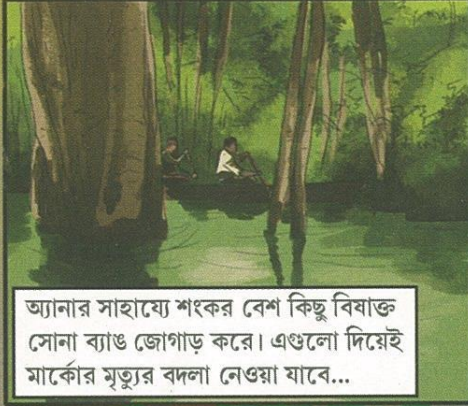
শংকর ফাঁদ তৈরি করে। দড়িটা গাছের ওপর দিয়ে ছুঁড়ে দেয়।
শংকর গাছের ওপরে উঠতে থাকে। অ্যানাকন্ডার নজর পড়ে...
অ্যানাকন্ডা প্রলুব্ধ হয় কিন্তু যতটা ওরা আশা করেছিল ততটা নয়।
শংকর গাছ বেয়ে অ্যানাকন্ডাকে অনুসরণ করতে থাকে !!
এবং লাফিয়ে নামে...
সাপটা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে।
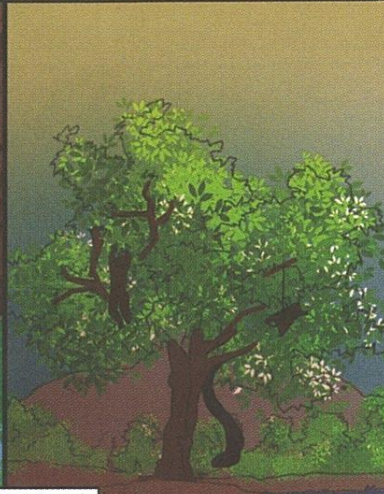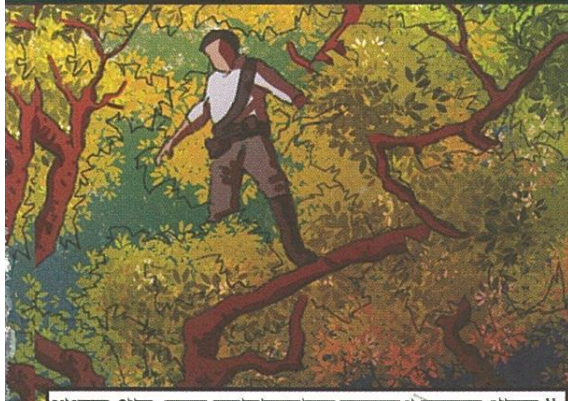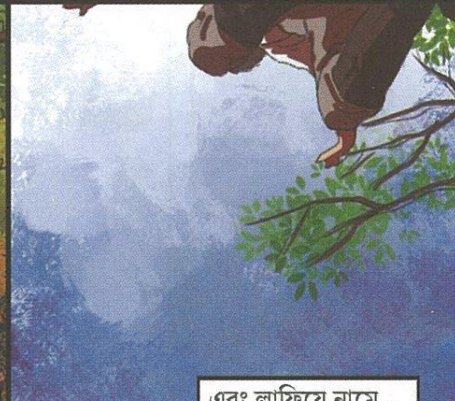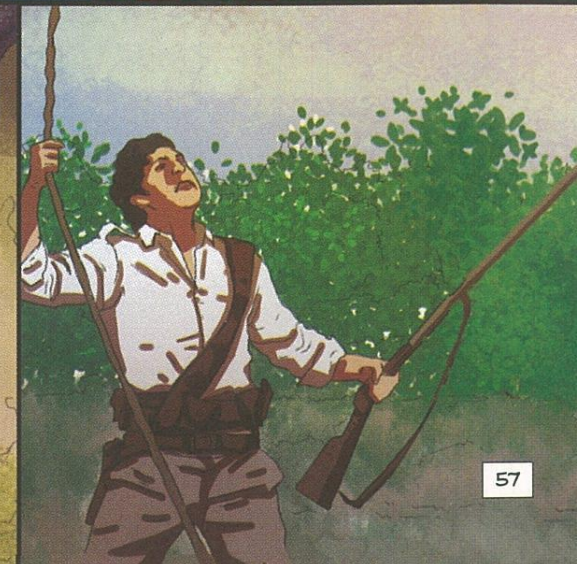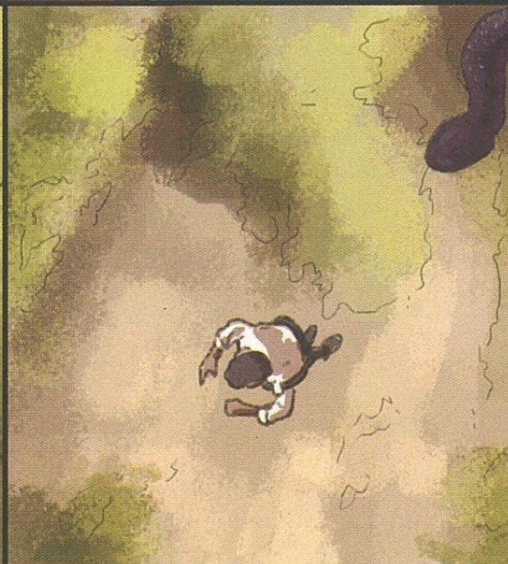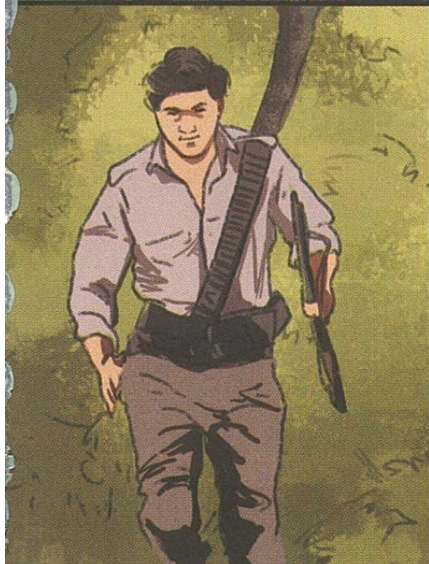
শংকর আর একটা গাছে সরে যায় যেখানে অ্যানা অন্য একটা ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করছে।
অ্যানাকন্ডা শংকরকে অনুসরণ করতে থাকে।
শংকর দোল খেয়ে গাছটাকে পাক দেয়...
তীর ভর্তি তূণীর হাতে নেয়।
সাপটাকে গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেলতে সমর্থ হয় শংকর।
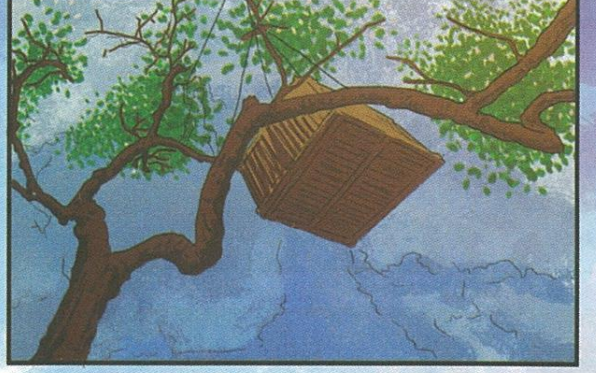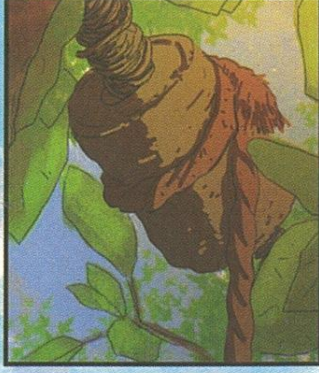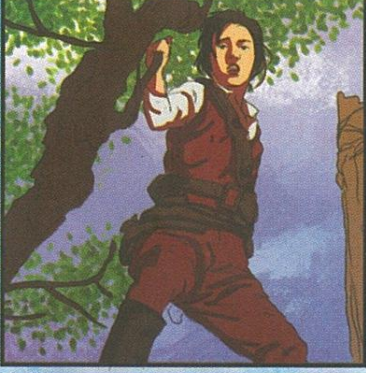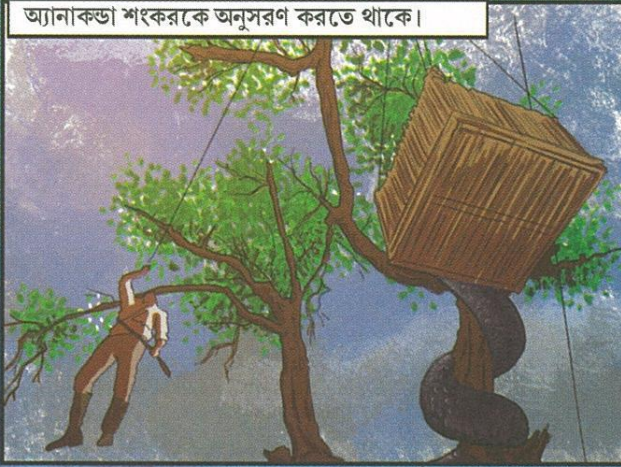
দড়ি ছিঁড়ে শংকরকে তাড়া করে অ্যানাকন্ডা।
অবশেষে ধরে ফেলে।
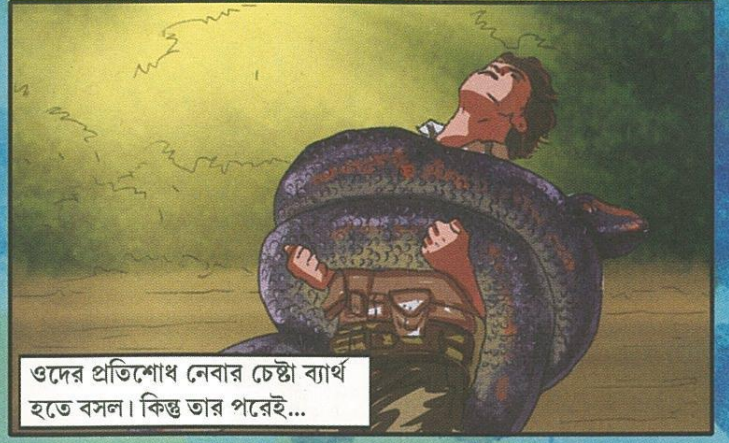
শংকর !
ওদের প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা ব্যার্থ হতে বসল। কিন্তু তার পরেই...
এই যে ! এখানে !
অ্যানার চিৎকারে অ্যানাকন্ডা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে, প্যাঁচ আলগা হয় খানিকটা।
এক মুহূর্তও সময় নষ্ট না করে শংকর চারটে বিষ মাখানো কঞ্চির ফলা অ্যানাকন্ডার মুখমন্ডলে ছুঁড়ে মারে।
অ্যানাকন্ডার শরীর শিথিল হয়ে যায়। শংকরের শরীরে জড়ানো প্যাঁচ খুলে যায়। মাটিতে পড়ে মরে যায়।
আবার আমরা যাত্রা শুরু করতে পারি অ্যানা। আমাদের ঋণ আমরা শোধ করেছি।

বোকা ডো টুকানোর ভয়ংকর অভিজ্ঞতা পেছনে ফেলে রেখে অ্যানা আর শংকর জঙ্গলের পথ ধরে। বেবেদুরো নোভোতে অবস্থিত পরবর্তী বেস ক্যাম্প পিকোর দিকে রওনা হল।
অ্যানা আর শংকরের আরও একবার জঙ্গল-যাত্রা শুরু হল।
ড. ডিটমারের কাছ থেকে নেওয়া বই পড়তে শুরু করে শংকর।
আমাদের পরের বেস ক্যাম্প পিকো ডা নেবলিনাতে পৌঁছতে হলে বেদেদুরো নোভো দিয়ে যেতে হবে।
কত দূর?
আমার কোন ধারণা নেই!
পরের দিন ভাগ্য ওদের দয়া দেখাল। কিছু জরুরি কথা শংকরের মনে পড়ল।
অ্যানা—এখানে আসুন—সাক্ষী থাকুন নিজে—আমরা আমাদের লক্ষ্যের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি!
তুমি কিসের কথা বলছ শংকর?
পিকো ডা নেবলিনা! একবার ব্রাজিলের ওই উচ্চতম পাহাড়চুড়া পেরতে পারলেই সেই অজানা রাজত্ব—ইয়ানোমামি, অ্যানা!
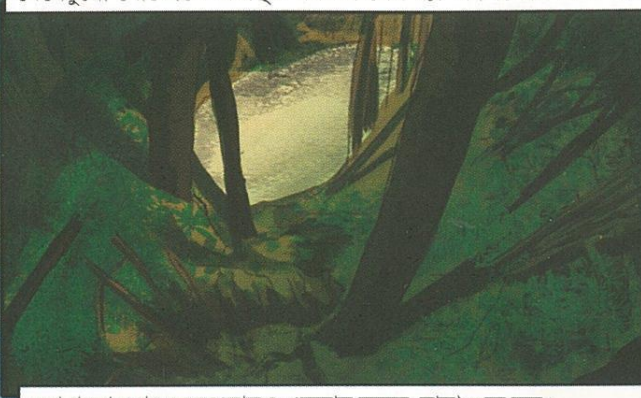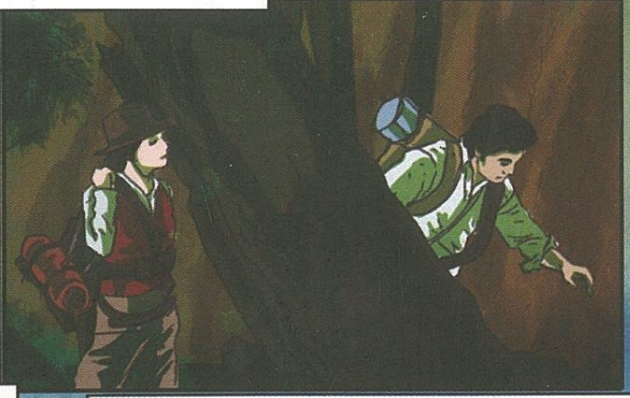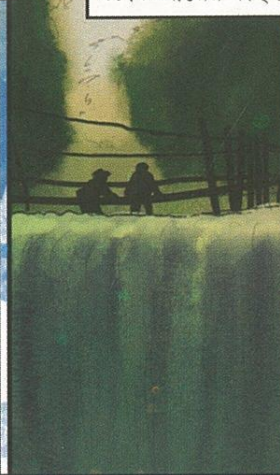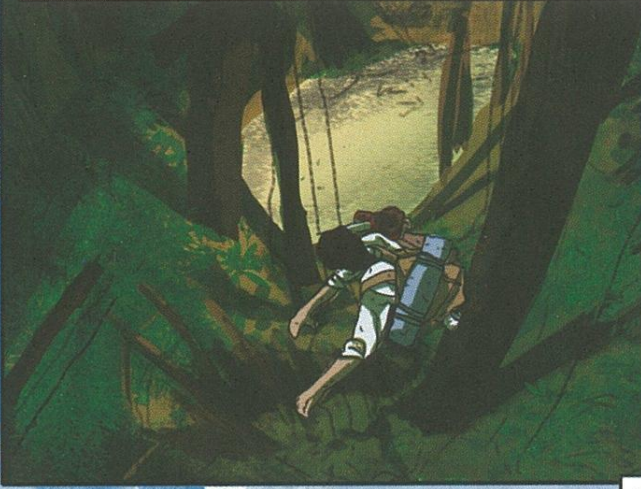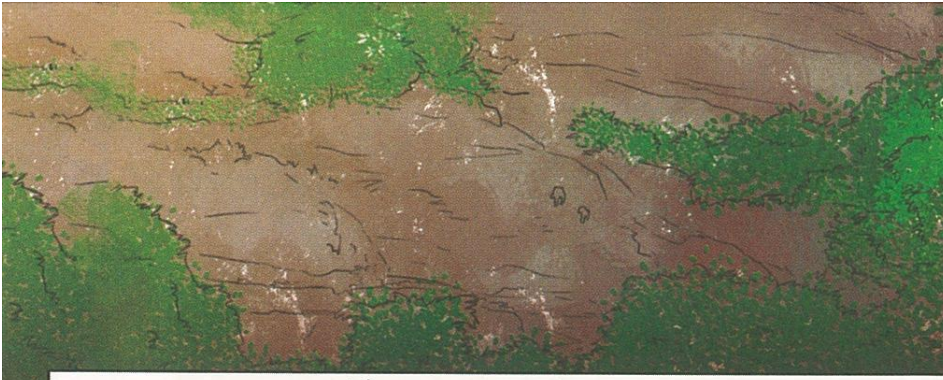
শংকর আর অ্যানা পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করল। খুবই খাড়া পাহাড়। একে অন্যকে সাহায্য করতে করতে চলল।
অর্ধেক ওঠার পর বসার মতো একটা জায়গা পেয়ে বসে ওরা।
ইয়ানোমামি উপজাতিদের কাছাকাছি প্রায় পৌঁছে গেছে ওরা এমন সময় তীর এসে বিঁধল শংকর আর অ্যানাকে।
এরা আর কেউ নয়, ইয়ানোমামি উপজাতির লোক। বাইরের লোক এসে যদি ওদের ক্ষতি করে সেই ভয়েই তীর ছুঁড়েছে।
অ্যানা, অ্যানা—উঠুন ! ইয়ারিমা'র লকেট টা ওদের দেখাতে হবে !
লকেট অবধি পৌঁছতেই পারছিনা।
ইয়ানোমামি শামান লক্ষ্য রেখেছেন, এদিকে ওনার লোকেরা প্রমাণ খোঁজার চেষ্টা করছে আগন্তুকরা যে ওদের ক্ষতি করতে পারে,তার।
অ্যানার কাছে ইয়ারিমা'র লকেট আর শংকরের কাছে ড. ডিটমারের ছবি দেখে ওরা বোঝে, আগন্তুকরা ওদের ক্ষতি করতে আসেনি।
বরং যখন ওরা জানতে পারল যে শংকর আর অ্যানা এল ডোরাডো খুঁজতে যাচ্ছে অভিজ্ঞতা লাভের জন্য, ওরা ঠিক করে ম্যাপের বাকি অংশটা ওদের দিয়ে দেবে।
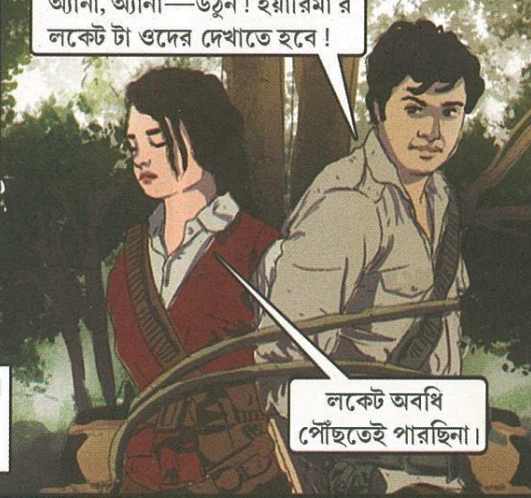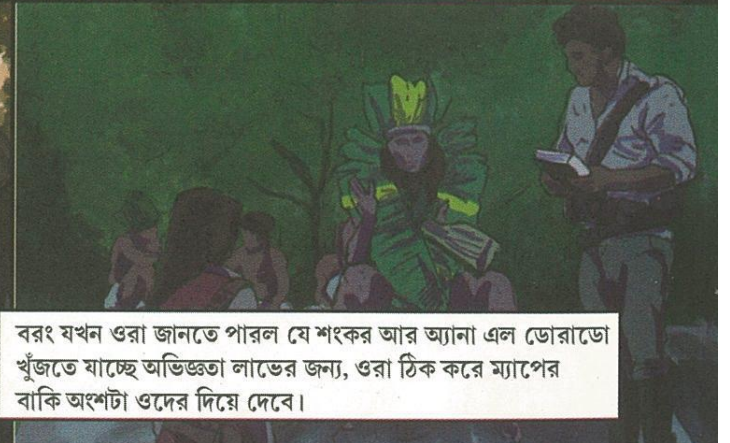
সেই রাতে শংকর দুটো ছেঁড়া অংশ জিগস পাজল এর মতো জুড়ে পুরো ম্যাপটা দাঁড় করায়।
পেয়ে গেছি! আমাদের বাকি যাত্রা হবে লোয়ার অরিনকো বেসিন ধরে! এছাড়াও আমরা ম্যাপে দেওয়া দিক নির্দেশ বুঝতে পারব আশা করি।
EL Dorado
শংকর রাতের বেশিটাই কাটিয়ে দিল ম্যাপের সংকেত আর উইচের অক্ষর বুঝতে।
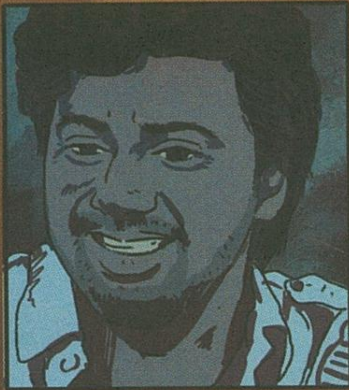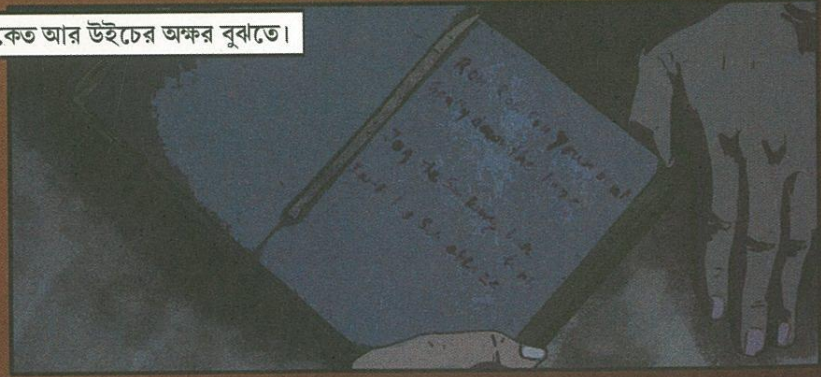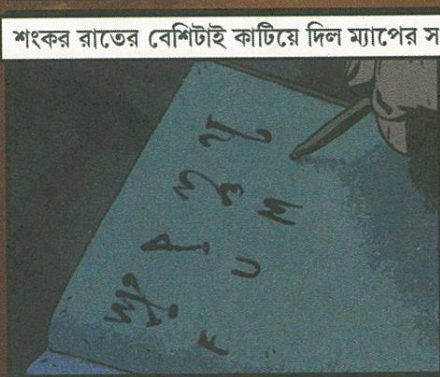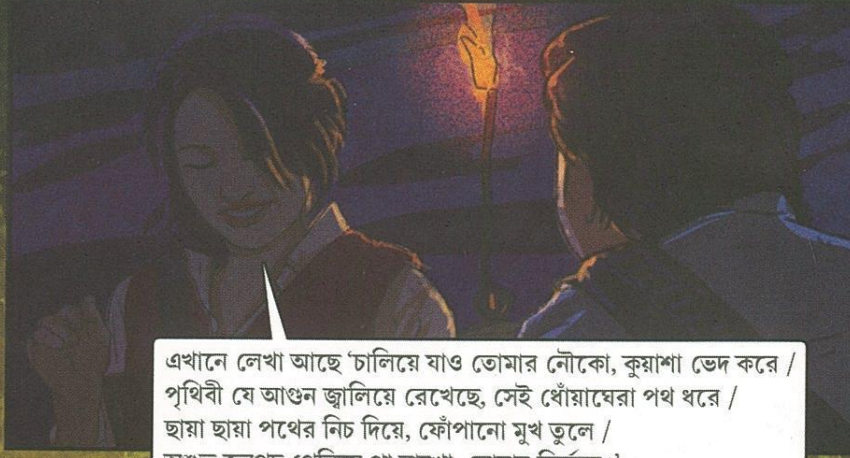
এখানে লেখা আছে 'চালিয়ে যাও তোমার নৌকো, কুয়াশা ভেদ করে / পৃথিবী যে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে, সেই ধোঁয়াঘেরা পথ ধরে / ছায়া ছায়া পথের নিচ দিয়ে, ফোঁপানো মুখ তুলে / অশুভ জনপদ পেরিয়ে পা রাখো, সোনায় নির্ভুলে।'
এল ডোরাডো পৌঁছবার রাস্তা পেয়ে গেছি।
দ্বিতীয় দিন। শংকর এবং অ্যানা ইয়ানোমামি উপজাতি প্রধানের কাছ থেকে একটা ক্যানো চেয়ে নিয়ে টেরা ইনকগনিটার দিকে রওনা দিল। কেউ জানেনা নদীটাকে কি বলে। তবে ম্যাপ অনুযায়ী এই নদী গিয়ে পড়বে লেক পারিমে তে। এটা সেই লেক যার ধারেই অবস্থিত মানোয়া বা সোনার শহর।
সেখানে তাঁবু ফেলল ওরা। রাতের খাবারের জন্যে হরিণ শিকার করল শংকর।
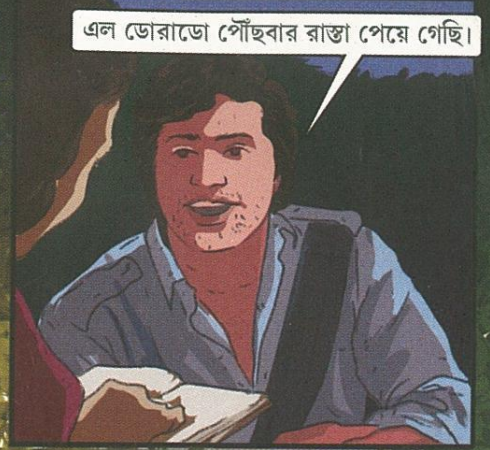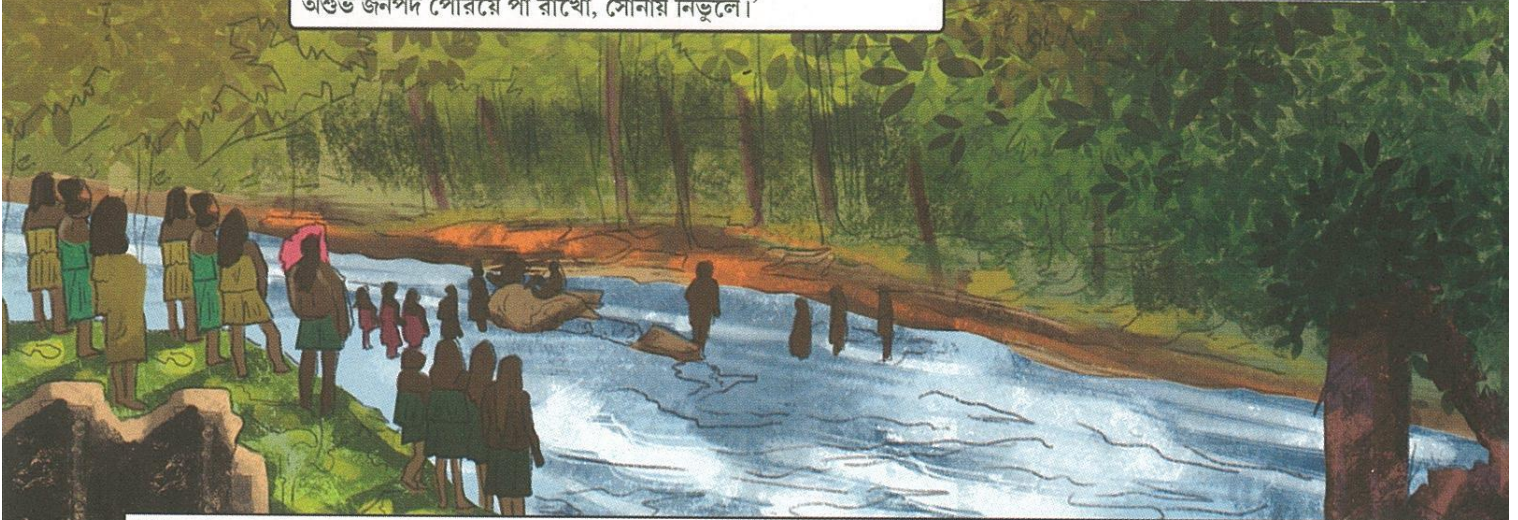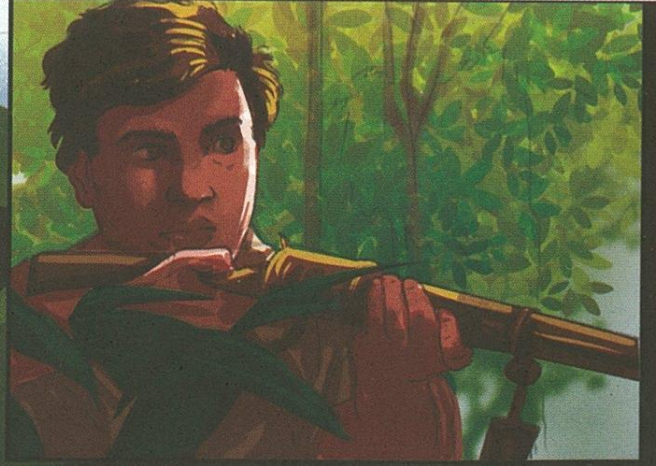
আগুন জ্বালিয়ে হরিণের রোস্ট বানিয়ে খেল ওরা।

জল খেয়ে তৃষ্ণা মেটাল অ্যানা।

ক্যানোর মধ্যেই বিশ্রামের জন্য শুল অ্যানা আর শংকর দাঁড় বাইতে লাগল এল ডোরাডোর উদ্দেশ্যে।
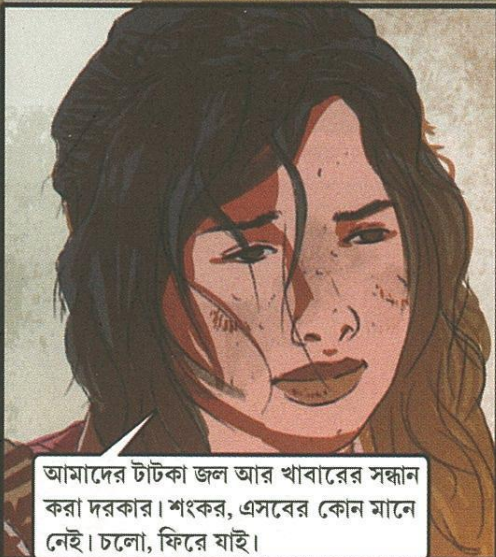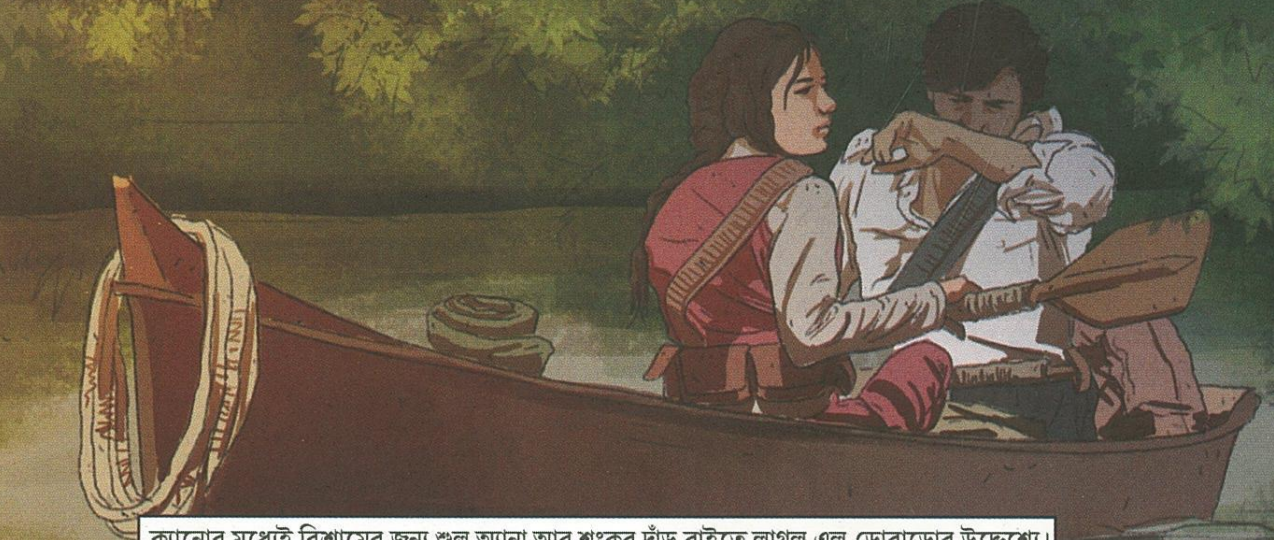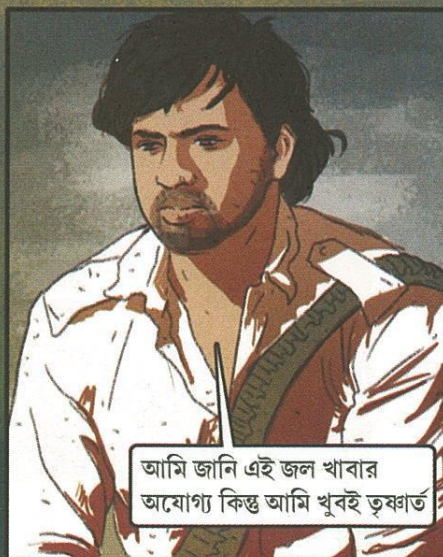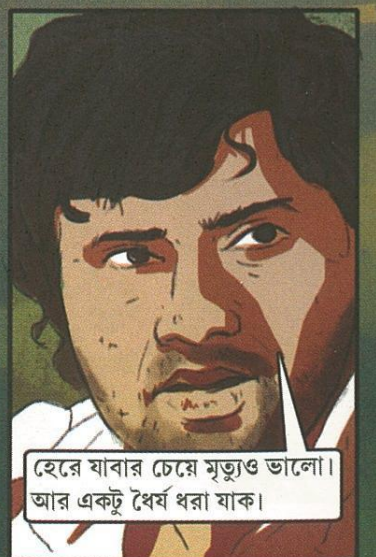
পাহাড়ি সমতলে কোন প্রাণের চিহ্নই খুঁজে পায় না শংকর। কিন্তু গাছপালার ভেতর এক ধরনের ফল পায়। ও ভাবে এই ফল ওদের জীবনধারণে সাহায্য করবে। ও জানত না যে ওটা ভিরোলা।
ফল খেয়ে খিদে মেটানোর পর অ্যানা শংকরকে জিগ্যেস করে ওটা কি ফল।
কথা শেষ করার আগেই শংকর এবং অ্যানা, দুজনেই ঢলে পড়ে। বেশ কয়েক ঘণ্টা পেরিয়ে ওদের ঘুম ভাঙে। নৌকো তার নিজের ইচ্ছেয় পাড়ি দিয়েছে অন্যত্র।
আমিই তোমাকে এই অশান্তির পরিবেশে ঠেলে এনেছি শংকর। আমি সত্যিই দুঃখিত।
দুঃখিত হয়ো না। তোমার জন্যে না আসলে, এমন চমৎকার অভিযানে আমার আসাই হত না।
অনেক দিন-রাত পেরিয়ে অবশেষে ওরা গন্তব্যে পৌঁছল।
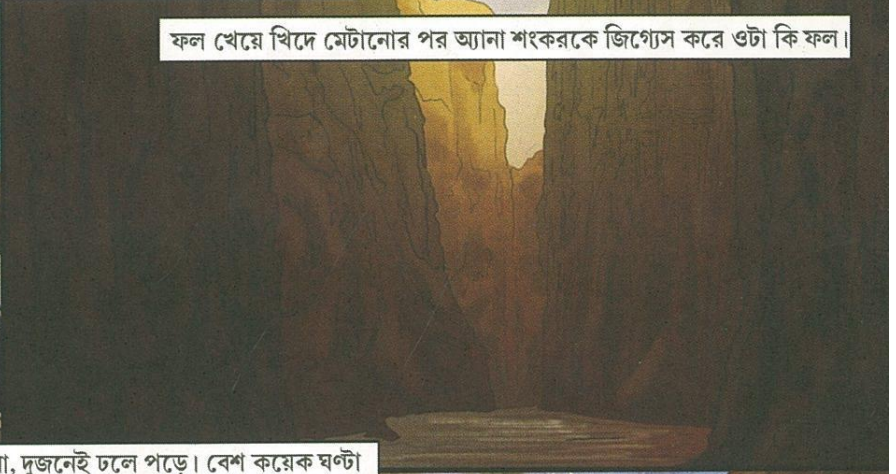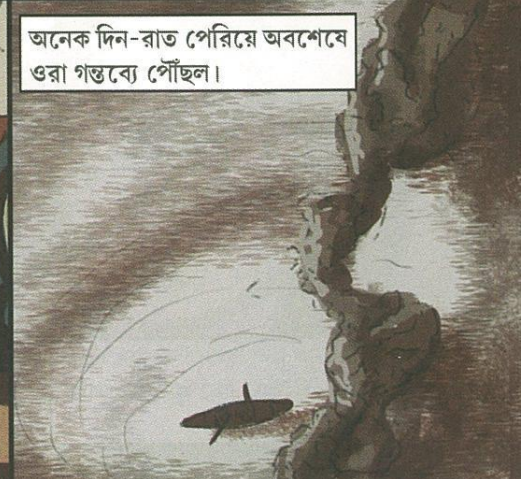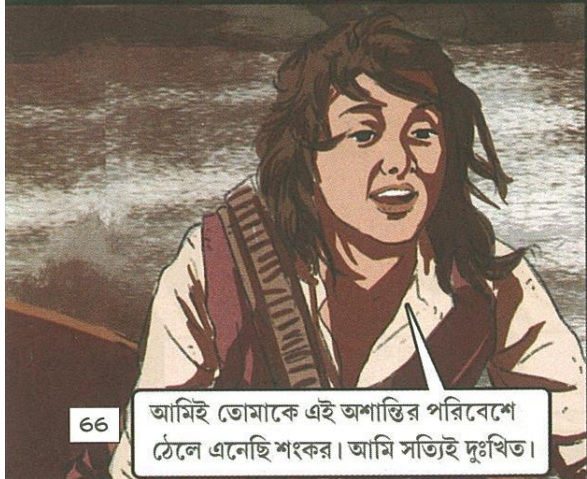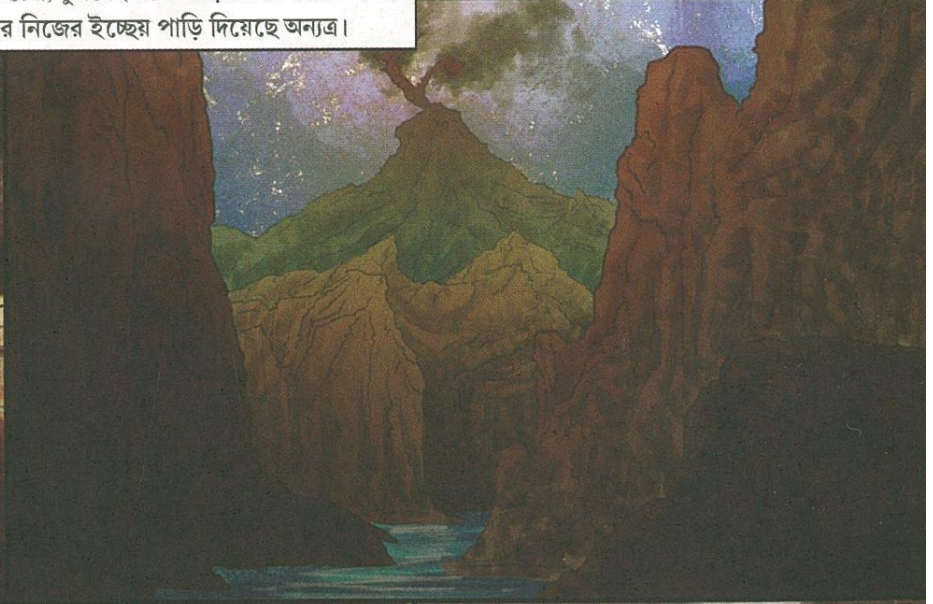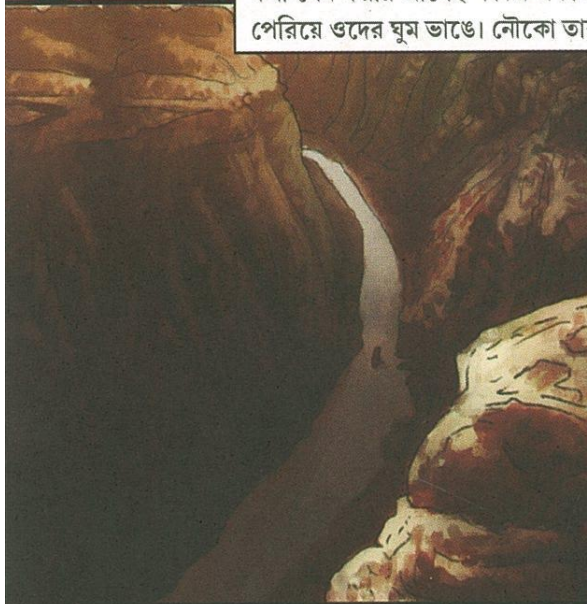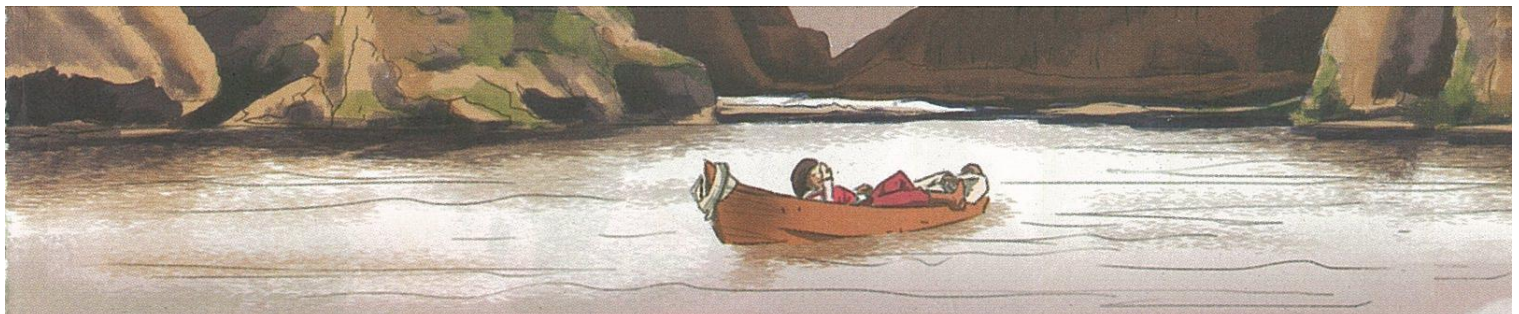
অ্যানা,অ্যানা,উঠুন !
আমরা কি পৌঁছে গেছি শেষ পর্যন্ত ?
এখনও পৌঁছইনি তবে প্রায় এসে গেছি !
শংকর আর অ্যানাকে নিয়ে নৌকোটা পৌঁছে গেল দুটো কান্নাভেজা চোখ সহ খুলির মতো দেখতে পাহাড়ি এলাকায়।
চুনা পাথরের পেছল পাহাড় বেয়ে উঠতে শুরু করল অ্যানা এবং শংকর।
খুব সাবধানে ওরা ওমিনাস ওয়ারেন-এ ঢুকল।
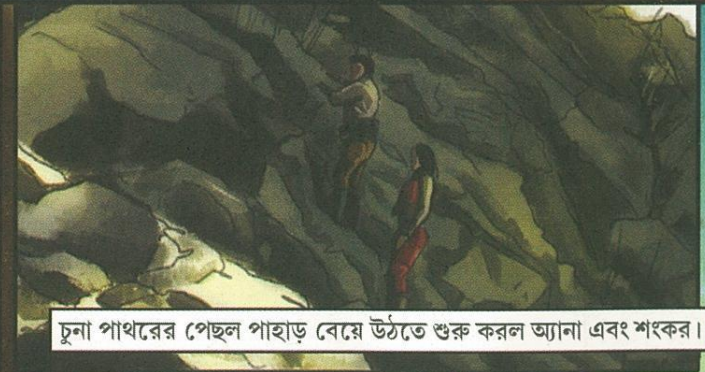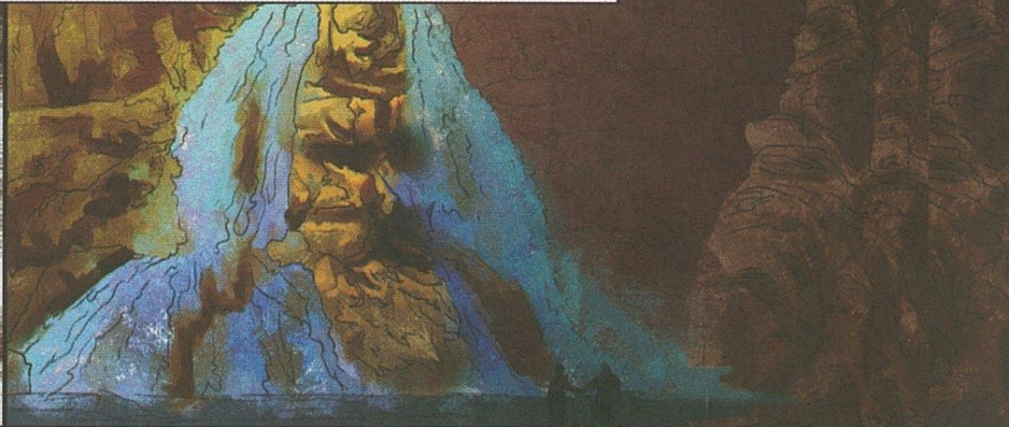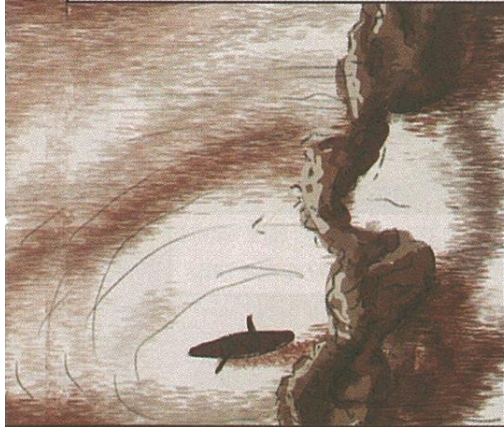
আবছা আলোর উৎসের দিকে ওরা এগিয়ে চলল।
বোবা হয়ে দেখছে শংকর আর অ্যানা। লেক পারিমের ওপারে একটা কেল্লার সোনার ফলক দিয়ে তৈরি সামনের অংশটা দেখা যাচ্ছে, সূর্যের আলোয় ঝলকাচ্ছে। সোনার কেল্লার পেছনে প্রাচীন মানুষদের তৈরি খাঁটি সোনার বসতিহীন শহর দেখা যাচ্ছে।
সোনার দেশের এই দৃশ্য দেখে পাগল হয়ে যায় শংকর আর অ্যানা। সরল বাচ্চাদের মতো লেকের দিকে দৌড়য় এবং জলে ঝাঁপ দেয়।
এক ডোরাডো শহরে ঢোকার মুখে সিঁড়িতে গিয়ে ওঠে।
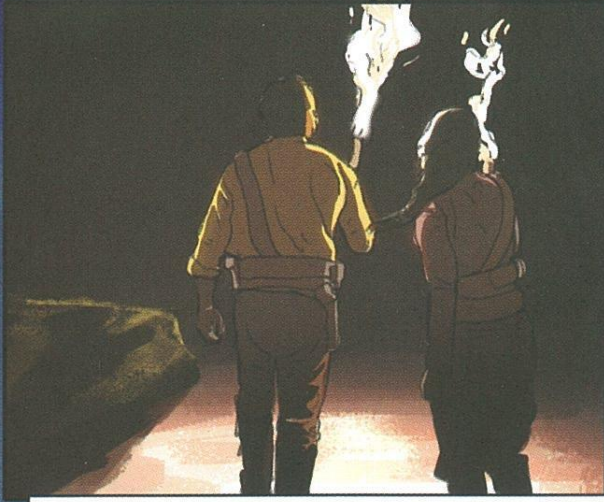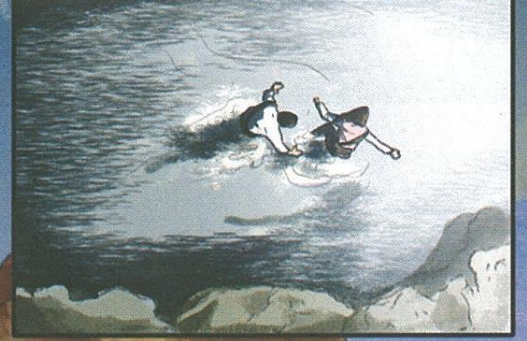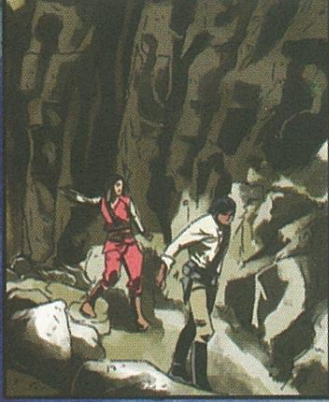
সোনার সিঁড়ি ভেঙে উঠে ওরা প্রবেশ করে কেল্লার রাজকীয় অলিন্দে। ভেতরে ঢুকে ওরা সোনার স্তম্ভ, সোনার জানলা-দরজা দেখতে থাকে। ভেতরে সোনার কারুকার্য দেখে বিস্মিত হয় ওরা।
অবশেষে !!
একটা কালো চিতা ওদের রাস্তা কাটাতে ওরা বাস্তবে ফিরল !
সে একা নয়।
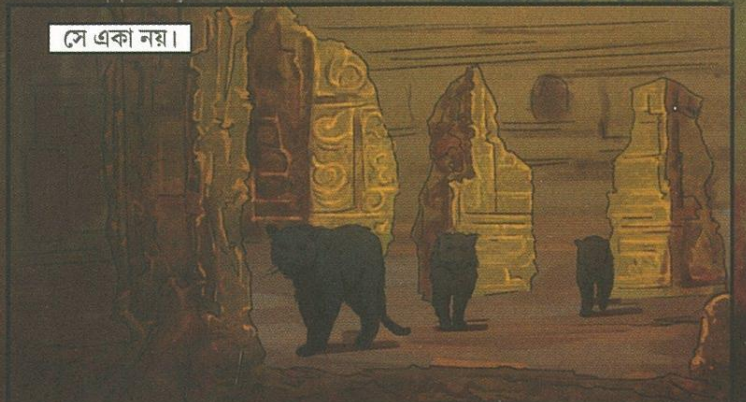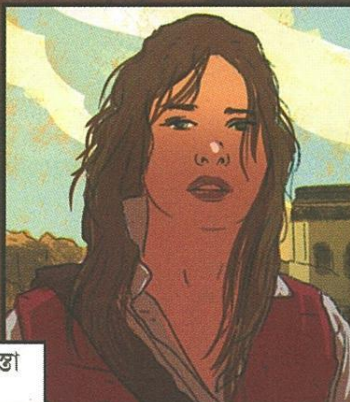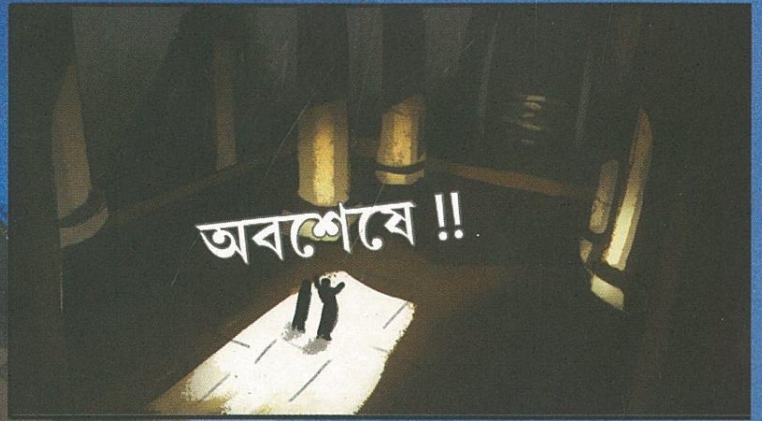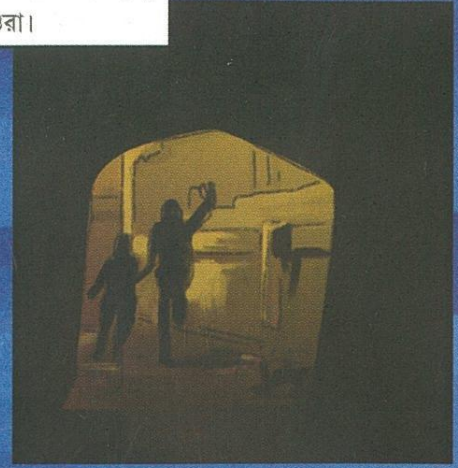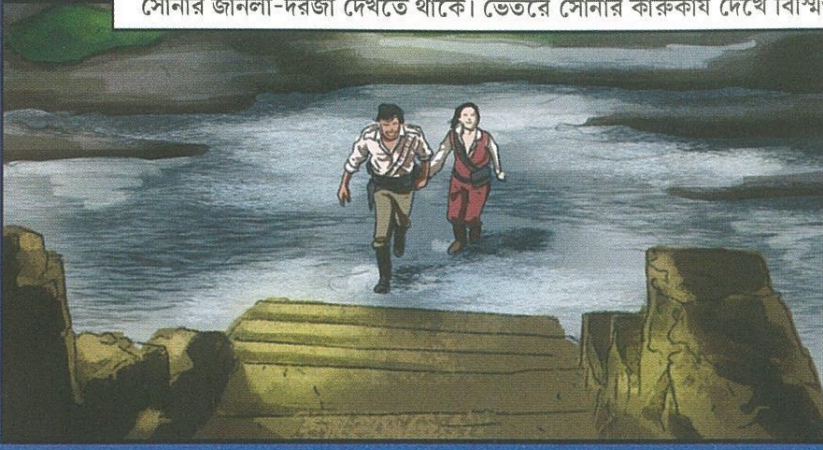
আসুন অ্যানা ! আমাদের বেরিয়ে যেতে হবে এখান থেকে।
এত ক্লান্ত লাগছে। আমাকে এখানে ছেড়ে দিয়ে তুমি চলে যাও দয়া করে ! নিজেকে বাঁচাও।
আপনাকে এখানে একা রেখে আমি যাব না !
কালো চিতার দল ওদের কাছাকাছি এগিয়ে আসার মুহূর্তে একটা সোনার তীর রাস্তার মাঝে এসে বিঁধল।
ভার্জিনস অফ দ্য সান—অ্যামাজনিয়ার মহিলা যোদ্ধারা আরও একবার আবির্ভূত হল ওদের প্রাণ বাঁচাতে !
ভার্জিনস অফ দ্য সান !
অ্যামাজনিয়াকে রক্ষা করে যারা—উপজাতি মহিলা যোদ্ধা।
অভিযানের ধকলে ক্লান্ত শংকর আর অ্যানা— দুজনেই জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল।
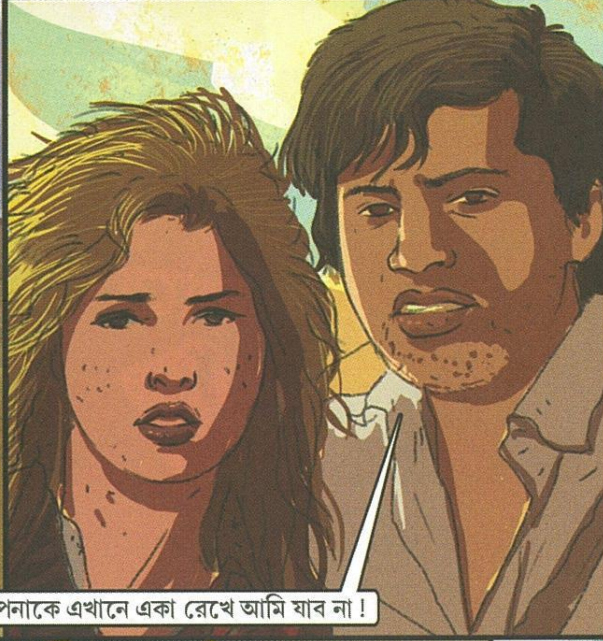
অবশেষে শংকর আর অ্যানা শহরে ফিরে এসে মানাউস বন্দরে পৌঁছয়।
খবরের কাগজে ওরা আমাদের কথা লিখেছে। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম, তুমি এল ডোরাডোর কথা উল্লেখ করোনি।
এতে অনেক প্রাণ বাঁচবে।
ভার্জিনস অফ দ্য সান সম্পর্কে প্রচলিত যে কাহিনি আছে আমি সেটা নষ্ট করতে চাইনি। এভাবেই চলুক। আমি এখন বাড়ি ফিরতে চাই।
আমি তোমার জন্যে এল ডোরাডো থেকে একটা উপহার এনেছি।
কীভাবে নিলে এই সোনার খণ্ড?
রেখে দাও। তোমার গ্রামের কাজে লাগবে।
বিদায় শংকর।
দুই বন্ধু অসাধারণ অভিযান শেষ করে একে অপরকে বিদায় জানাল। শংকর সময় পেলেই আনন্দের সঙ্গে এই অভিযানের কথা ভাবে।